চিরন্তনী

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোং
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীঅমূল্য কুমার চট্টোপাধ্যায়
২১৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিনার্ভায় অভিনীত
শুভারম্ভ ১৮ই জুলাই ১৯৪২
দাম ১।।০

প্রিণ্টার—শ্রীরসিকলাল পান
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

well be the
by which I
into death,
immediately

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু।

দুর্গাদা!

সে আজকের কথা নয়, প্রায় বছর খানেক আগে তুমি এই ধরণের একখানি নাটক লিখতে বলেছিলে, তারপর তোমারই প্রচণ্ড তাগিদ এবং বকুনির চোটে বইখানি আমাকে শেষ করতে হয়।

তোমার বাড়ীতে যতবার গেছি, খেয়েছি তোমার বকুনি, আর পেয়েছি বৌদির স্নেহ। তাঁর হাতের অন্ন-ব্যঞ্জনে পেয়েছি আমার জননীর স্পর্শ। তাই এই নাটকে তোমার নাম লেখা থাকলেও নাটকখানি আমি তোমাকে দিচ্ছিনে—দিচ্ছি বৌদিকে। তুমি গৃহকর্ত্তা, তাই তোমার উপর ভার রইল, তুমি তাঁর হাতে আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই বইখানি পৌঁছে দিও, আর জানিয়ে দিও আমার প্রণাম।

তোমাদের

বিধায়ক

ব্যক্তিগত ··

'চিরন্তনীর' পরিচালনা ও শিক্ষকতা করেছেন জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ নট **শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** এবং তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছেন শক্তিমান নট **শ্রীযুক্ত অমল বন্দ্যোপাধ্যায়**। নাটকখানির পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধন এবং বহু স্থানে সংলাপ যোজনা করেছেন বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার **শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত**। এই নাটকের সর্ব্বশেষ অংশও তাঁরই লেখা। এর গানগুলি লিখেছেন **শ্রীযুক্ত সুবোধ পুরকায়স্থ, শ্রীযুক্ত অনিল বাকৃচী, শ্রীযুক্ত অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শান্তি ভট্টাচার্য্য**। গানগুলির সুর দিয়েছেন প্রখ্যাত সুরশিল্পী **শ্রীযুক্ত অনিল বাকৃচী,** প্রযোজনা করেছেন **মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ** এবং এর অভিনয়কে সার্থক ও সাফল্য-মণ্ডিত ক'রে তুলেছেন **মিনার্ভা থিয়েটারের শিল্পী সম্প্রদায়**। আজ এই নাটক প্রকাশের শুভ-মুহূর্ত্তে এঁদের সকলকেই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এঁদের সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা না পেলে 'চিরন্তনী' কিছুতেই মঞ্চস্থ হতে পারতো না, হ'লেও অত্যন্ত বিলম্বে হতো।

বাইরে যাঁরা এই নাটক অভিনয় করবেন, তাঁদের জেনে রাখা প্রয়োজন, যে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি বাসুকীর make-upএর সময় দেবার জন্য লিখতে হয়েছে, প্রয়োজন বোধ করলে এই দৃশ্যটি তাঁরা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে নিতে পারবেন, তাতে মূল নাটকের কোন ক্ষতি হবে না। গান সম্বন্ধেও ওই একই কথা। নাটকে মাত্র প্রথম গানখানিরই প্রয়োজন, অন্যান্য গান কেবল মাত্র চিত্তবিনোদনার্থেই সংযুক্ত হয়েছে। এমন কি প্রথম

দৃশ্যের নাচও অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেতে পারে, শুধু সুকৌশলে নাচ-সংক্রান্ত সংলাপগুলি একটু বদলে নিতে হবে। চিরন্তনী যে ভাবে পাবলিক ষ্টেজে অভিনীত হচ্ছে, তা' ছাড়াও আমার মূল নাটক থেকে অনেক সংলাপ এবং একটি দুটি চরিত্র আমি এতে দিলাম। সময় সংক্ষেপের জন্য পাবলিক ষ্টেজে যেগুলি বাদ দেওয়া হয়, মফঃস্বলে তা নাও হতে পারে। তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ থেকে যেখানে তারকা চিহ্ন শেষ হয়েছে, সেখান থেকে পাবলিক ষ্টেজ সুরু করেন।

সর্ব্বশেষ ধন্যবাদ বাকী আছে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোংর মালিক **শ্রীযুক্ত অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের** জন্য। এই বই প্রকাশের জন্য তিনি এই দুর্দ্দিনের বাজারে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছেন তা' সত্যই বিস্ময়কর।

এ ছাড়া এই নাটক অভিনয় সম্বন্ধে যদি কারুর কিছু জানবার বিষয় থাকে, তবে আমাকে জানালে আমি সানন্দে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।

১৭, বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার—কলিকাতা।

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

মিনার্ভা থিয়েটার

ছিন্নমস্তা

সংগঠনকারীগণ

পরিচালক—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরশিল্পী—অনিল বাক্‌চি

মঞ্চশিল্পী—মিঃ মহম্মদ জান

ঐ সহকারী—মিঃ জানে আলম্

স্মারক—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

হারমোনিয়ম—রতন দাস

পিয়ানো—কুমুদ ভট্টাচার্য্য

সঙ্গত—জীবন কৃষ্ণ কুণ্ডু

বেহালা—সুশীল কুমার চক্রবর্ত্তী

বাঁশী—কৃষ্ণ লাল বসু

কর্ণেট—বলরাম পাঠক

ইফোনিয়াম—ধীরেন্দ্র নাথ দাস

সারেঙ্গী—বালেশ্বর মিশ্র

ইলেক্‌ট্রিক্—মিঃ ওহিয়ার রহমন (কম্‌), রাধানাথ, পঞ্চু, চণ্ডী, তারক, হোসেন আলী।

সজ্জাকর—মণিমিত্র, সুবোধ, কালী, পঞ্চু, তুলসী।

মঞ্চসজ্জাকর—বৈদ্যনাথ, বটকৃষ্ণ, পঞ্চু, যুগল, গোপাল, নিরঞ্জন, নারাণ, বল্লভ, সুরেন, এজাহার।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ

হরিহর—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমেন—ভূমেন রায়

শিশির—দেবী চক্রবর্ত্তী

বাসুকী—
ডাক্তার নাগ } দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়

শিবেন—পশুপতি সামন্ত

কালী—নরেন চক্রবর্ত্তী

সাবজজ—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়

বিলোল বটব্যাল—মিহির মুখোপাধ্যায়

রাজেন—শান্তি ভট্টাচার্য্য

নিধিরাম—যুগল দত্ত

পরেশ—আদল চট্টোপাধ্যায়

গুণ্ডা—রবীন ভট্টাচার্য্য

দরোয়ান—সন্তোষ শীল

গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ—আদল চট্টোপাধ্যায়, অমৃত রায়, ললিত ঘোষ, কানাই বন্দোপাধ্যায়, জ্যোতি গুপ্ত।

কেয়া—শান্তি গুপ্তা

শিখা—রাজলক্ষ্মী (বড়)

হেনা—রেণুকা

লীলা—লাবণ্য দাস

মীনা—প্রকৃতি ঘোষ

বেবী—বীণা

মিস চ্যাটার্জ্জী—নীরদা সুন্দরী

নার্স দ্বয়—কমলা ও ইন্দু

পুরাঙ্গনাগণ—প্রভা, বীণা পরী।

চিরন্তনীর—চরিত্র-লিপি

হরিহর চৌধুরী—দেবীপুরের প্রবীণ জমিদার
সোমেন ,, —ছোট ছেলে
শিশির রায়—সোমেনের বন্ধু
ডক্টর নাগ—কোলকাতার সম্ভ্রান্ত ডাক্তার (সাইকোলজিষ্ট)
বাসুকী—খোল বাদক
নিধিরাম—হরিহরের চাকর
রাজেন—ডাক্তার নাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট
রিটায়ার্ড সাবজজ—রোগী
শিবেন মুখার্জ্জী—নীলিমার স্বামী
কালী—শিবেনের সঙ্গী
বিলোল বটব্যাল—রোগী
দরোয়ান—ডক্টর নাগের দরোয়ান
পরেশ—সরকার
গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ—

*

* *

লীলা—সোমেনের স্ত্রী
কেয়া— }
হেনা— } আশ্রম বালিকা
বেবী— }
শিখা—পরিচয়হীনা নারী।
মহেশ্বরী খাস্তগীর—রোগিণী
মিস চ্যাটার্জ্জী—আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা
মীনা—মৃতা নারী
পুরাঙ্গনাগণ—নার্সদ্বয়।

প্রথম অঙ্ক

[দেবীপুরের জমিদার বাড়ীর প্রকাণ্ড নাট-মন্দির। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল সেখানে ঢপকীর্ত্তন চলিতেছে। প্রকাণ্ড আসর, আসরের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া গ্রামের বহু ভদ্রলোক। তাহার মধ্যে একটি মখমলের আসনের উপর মখমলেরই তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন দেবীপুরের প্রবীণ জমিদার হরিহর বাবু। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে গোপিকা-রমণের উজ্জ্বল আলোকিত সুসজ্জিত মূর্ত্তি। মাথার উপর ঝুলিতেছে বেলোয়ারী ঝাড়। তাহাতে রেড়ির তেলের প্রদীপ।

ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রি। জমিদার বাড়ীতে উৎসব চলিতেছে। গান গাহিতেছিল কেয়া। যন্ত্রসঙ্গীত করিতেছিল তাহার দল। দলের মধ্যে সকলের শেষে বসিয়া খোল বাজাইতেছিল অদ্ভুত রকমের কুৎসিত-দর্শন একটি লোক। তাহার একটি চোখ কাণা ও একটি পা কাটা। সে আপন মনে খোল বাজাইতেছিল বটে, কিন্তু যখনই যে কেহ কেয়াকে প্যালা দিতেছিল, তখনই

তাহাকে আড় চোখে দেখিয়া লইতেছিল। কেহ দিতেছিল মালা, কেহ টাকা, কেহ আংটি। উপরের বারান্দায় চিকের আড়ালে মেয়েরা বসিয়াছিল—মাঝে মাঝে সেখান হইতেও অলঙ্কারাদি নীচে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। খোল বাজাইতে বাজাইতে সেই লোকটি অবলীলাক্রমে সেইগুলি কুড়াইয়া পকেটস্থ করিতেছিল। যেমন কুৎসিত তাহার চেহারা, তেমনি অপূর্ব্ব তাহার পোষাক। আদ্দির জামা, ফরাস ডাঙ্গার ধুতি, সোণার বোতাম, হাতে হীরা ও পান্নার আংটি। কেয়ার পাশে আর একটি যুবতী বসিয়াছিল তাহার নাম হেনা, সে খুব ভাল নাচিতে পারে। গান শেষ হইলে হরিহর বলিলেন]

হরিহর। বলিহারী! বলিহারী! অনেকগুলি গান গেয়ে পরিশ্রান্ত হয়েছো, এবার তুমি বিশ্রাম করো মা!

১ম ভদ্রলোক। হ্যাঁ, এদিকে রাত্রিও প্রায় দুটো বাজে।

হরিহর। না, আর বেশীক্ষণ তোমাকে কষ্ট দেবোনা। (হেনাকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি আর একবার নাচবেনা?

হেনা। কেন নাচবোনা? আপনার হুকুম হলেই নাচতে পারি।

হরিহর। তাহ'লে তাই করো। তোমার নাচের সঙ্গে সঙ্গেই আজকের মত উৎসব শেষ হোক্।

[হেনা খোল বাজিয়ের দিকে চাহিল সে খোল ছাড়িয়া দিল, এবং আর একজন তৎক্ষণাৎ তবলা বাঁয়া টানিয়া লইল]

২য় ভদ্রলোক। ও! তুমি বুঝি আর বাজাবেনা?

খোলবাজিয়ে। আজ্ঞে না মসায়।

৩য় ভদ্রলোক। কেন বল দেখি ?

খোলবাজিয়ে। পবিত্র কীর্ত্তন ছাড়া আমি সঙ্গত করিনা মসায়।

১ম ভদ্রলোক। বেশ খোল বাজাও তুমি। কী তোমার নাম ?

খোলবাজিয়ে। বাসুকী।

৪র্থ ভদ্রলোক। নামটা কিন্তু সাংঘাতিক !

বাসুকী। কাজটাও কিছু কম সাংঘাতিক নয় বাবুমসায়।

১ম ভদ্রলোক। কেন ?

বাসুকী। মেয়েমানুষ জাতটাই যে সাংঘাতিক বাবু। তাদের নাচানো আর সাঁপ খেলানো—একই কথা মশায়।

[হরিহরের দিকে হাসিয়া চাহিতেই তিনি গম্ভীর মুখে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন]

২য় ভদ্রলোক। দুটি মেয়েই কিন্তু দেখতে বেশ।

হরিহর। হ্যাঁ। শিশিরের বেশ পছন্দ আছে। দুটি মেয়েই রূপে গুণে সমান। শিশিরকে আমি পুরস্কার দেব।

৩য় ভদ্রলোক। শিশির কে ?

হরিহর। শিশির হচ্ছে আমার ছোটছেলে সোমেনের বন্ধু। ওরা দুজনেই মেডিকেল কলেজে পড়ে। বেশ ছেলে। কই—শিশির ?

[শিশির আগাইয়া আসিল। স্বাস্থ্যবান যুবক। সে আসিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইল। বাসুকী একবার শিশিরের দিকে চাহিল, তারপর বলিল]

বাসুকী। এদিকে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে বাবু মসায়। নাচতে হ'লে চটপট্ সারুন। রাত দুটো বাজে। আরও দুদিন এখানে নাচতে গাইতে হবে, না ঘুমুলে চলবে কেন ? মানুষের সরীলতো !

হরিহর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরম্ভ করো, কথা পরে হবে। শিশির, বোসোগে বাবা!

[শিশির স্বস্থানে গিয়া বসিল। হেনা নাচিতে আরম্ভ করিল। অপরূপ লীলায়িত তার দেহ, অনবদ্য তার ভঙ্গী, আয়ত মদালস তার দৃষ্টি। সেই নাচ সকলে যেন দৃষ্টি দিয়া গিলিতে লাগিল। নাচের মধ্যে বাসুকী সকলকে লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, হরিহরের ছেলে সোমেন, শিশিরকে কি যেন ইশারা করিতেছে। শিশির ইশারাতে জিজ্ঞাসা করিল কোন মেয়েটি সোমেনের লক্ষ্য? কেয়া অথবা হেনা? সোমেন চোখ দিয়া কেয়াকে দেখাইয়া দিল। শিশির সম্মতি জানাইল। হঠাৎ শিশিরের চোখ পড়িল বাসুকীর উপর, সে দেখিল বাসুকী তাহার কুৎসিত মুখখানির সব কটি দাঁত বাহির করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে—সে হাসি উল্লাসের। তখনও নাচ চলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে নাচ থামিয়া গেল। সকলে প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে একে একে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। একটি একটি করিয়া আলো নিবিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে সভাস্থল জনশূন্য হইয়া গেল। শুধু বাকী রহিল হরিহর, সোমেন, শিশির, বাসুকী, কেয়া, হেনা]

হরিহর। বাঃ! বড় আনন্দ পেলাম আজ। এ তোমার যন্ত্রা টান্ত্রার চাইতে অনেক ভাল। এর জন্য শিশিরকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কিন্তু ও আমার পুত্রস্থানীয়—তাই ওকে আশীর্বাদ করি, যে আনন্দ আজ আমাদের উপভোগ করালে, সে আনন্দ যেন ও সারা জীবন ধরে পায়।...ওরে নিধিরাম!

(ভৃত্য নিধিরামের প্রবেশ) ধর্ বাবা,—ভেতরে যাই। সরকার মশায় কোথায় ?

নিধিরাম। তিনি খেতে বসেছেন।

হরিহর। খেতে বসেছেন ? ও! তা' কোন ঘরে এদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে—তুই জানিস কিছু ?

বাসুকী। সরকার মসায় আমাকে বলে গিয়েছেন হুজুর! ওরা থাকবে এই পাসের ঘরে, আর আমি আমার দল নিয়ে থাকবো—কাছারী বাড়ীতে।

সোমেন। এরকম আলাদা ব্যবস্থা করা হ'ল কেন ?

বাসুকী। ছোট হুজুর এমনভাবে কথা বলেন যে সুনে হাসি পায়! ওরা যে মেয়েছেলে হুজুর! বাড়ীর ভেতরে ওদের বন্দসন্দ ক'রে রাখাই ভাল। আমার কাছে থাকার চাইতে আপনার কাছে থাকলে আমি বুঝবো ওরা বেসি ভাল আছে। কি বলেন ছোট হুজুর!

হরিহর। তা বেশ। খাওয়া দাওয়া—খাওয়া দাওয়া হয়েছে তোমাদের ?

বাসুকী। আজ্ঞে হ্যা হুজুর। খাওয়া দাওয়া সেরেইতো আসরে নামা হয়েছিল।

হরিহর। ভাল—ভাল। (তিনি বারে বারে কেয়ার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন) তোমার চেহারাটা আমি কোথায় যেন দেখেছি—কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিনে। ঠিক এমনি চেহারা—(হঠাৎ দেখিতে পাইলেন বাসুকী একদৃষ্টে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনি nervous হইলেন) এমনি চেহারা আমার এত ভাল লাগে—এমন শান্ত, এমন স্নিগ্ধ—এমন—। চল্‌রে নিধিরাম।

বাসুকী। চেহারার কথা কি কিছু বলা যায় হুজুর! আমাদের গাঁয়ে এক জমিদার ছিল—বড় ডাঁট ছিল তার। কেউ তার ভয়ে কোন কথা বলতে পারতোনা। একদিন দেখি—গাঁয়ের ডোমেদের মেয়ের একটা ছেলে হ'ল মসায়—ঠিক সেই জমিদার বাবুর চেহারা! কে আর কি বলবে বলুন! ভয়ে সবাই চুপ করে গেল। হতে পারে জমিদার বাবুর চরিত্তির একটু—তাই বলে কি আর—এ্যাঁ—কি বলুন?

হরিহর। হুঁ। আয় নিধিরাম!

[দেখা গেল তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। নিধিরামের কাঁধে ভর দিয়া তিনি ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেলেন। বাসুকী উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ক্র্যাচে ভর দিয়া কহিল]

বাসুকী। আরে, এই মেয়েরা—লে লে চট্‌পট্ সুয়ে পড়্‌গে যা। জমিদার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া, দাস-দাসী, গদি বালিস—এসব কিছুই সত্যি লয়রে—কিছুই সত্যি লয়, এ সবই হ'ল আবুহোসেনের বাদ্‌সাগিরি—বুঝলি? (এক গাল হাসিয়া) আমিও তাহ'লে চললাম—ছোট হুজুর—এরা সব রইল, মাঝে মাঝে একটু আধটু দেখবেন—সুনবেন, লিতান্ত অপঘাত টপঘাত না ঘটে। হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ···

[শুকনো হাসি হাসিতে এবং ক্র্যাচের ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। সোমেন ও শিশির পরস্পর চোখ চাওয়া চাওয়ি করিল। মেয়ে দুটির মধ্যে কেয়া একবার সোমেনের দিকে চাহিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। দাঁড়াইয়া রহিল হেনা। শিশির সেই দিকে চাহিয়া বলিল]

শিশির। তুমিইবা মিছিমিছি দাঁড়িয়ে আছো কেন ? শোওগে যাও।

হেনা। আজ্ঞে আচ্ছা। (চলিয়া যাইতেছিল)

শিশির। শোন ! ওই মেয়েটি বুঝি তোমার দিদি ?

হেনা। সবাই তাই বলে।

শিশির। সবাই বলে ! কেন, তুমি নিজে জাননা ?

হেনা। কী জানি !

শিশির। বারে ! আচ্ছা যাও।

[হেনা চলিয়া গেলে, সোমেন শিশিরকে কাণে কাণে কি বলিল। শিশির তৎক্ষণাৎ দরজার কাছে গিয়া ডাকিল]

শিশির। হেনা ! হেনা !

[হেনা বাহির হইয়া আসিল]

হেনা। কী বলুন।

শিশির। ইয়ে—মানে—আমি বলছিলাম কি যে—তোমরা—

হেনা। আমরা—!

শিশির। মানে তোমরা কি ব্যবসা করো ?

হেনা। (হাসিয়া) ব্যবসা ? করি বৈকি ! এত বড় গান বাজনার ব্যবসা করছি—এও কি আপনার চোখে পড়লোনা ?

শিশির। না—না, সে ব্যবসার কথা বলছিনে, আমি বলছিলাম যে—ইয়ে—তোমরা কি ইয়ে—মানে বাংলায় যাকে বলে—

হেনা। বুঝেছি। কিন্তু না।

সোমেন। আচ্ছা ও লোকটা কে ?

হেনা। জানিনা।

[বলিয়া হেনা চলিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে কোন ঘরে গেল শিশির তাহা লক্ষ্য করিল। তারপর সোমেনকে টানিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া ফরাস গুটাইয়া লইয়া গেল এবং আলো নিভাইয়া দিয়া গেল। শুধু থামের আড়াল হইতে গোপীকা-রমণের সিংহাসনস্থিত আলোর ছটা দেখা যাইতে লাগিল এবং মঞ্চের দক্ষিণ পার্শ্বের থামের আড়াল হইতে পূর্ণ চন্দ্রের এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া অন্ধকার আসরের মাঝখানে পড়িল। জনশূন্য বিশাল নাটমন্দির প্রেতলোকের মত আপন স্তব্ধতায় থম্‌থম্‌ করিতে লাগিল......

একটু পরে ঢং ঢং করিয়া দেউড়িতে প্রহর ঘোষণার শব্দ হইল। আরও একটু পরে একটি গুণ্ডা গোছের চেহারার লোক আসিয়া চারিদিক দেখিয়া চলিয়া গেল। আরও একটু পরে বাড়ীর ভিতর হইতে একটি সুন্দরী তরুণী ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর আগাইয়া আসিয়া কেয়ার দরজায় ঘা দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া এই তরুণীকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিল]

তরুণী। তোমারই নাম বোধ হয় কেয়া ?

কেয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ।

তরুণী। আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলবার দরকার নেই, আমাকে তুমি নাম ধরেই ডাকতে পারো। আমার নাম লীলা।

কেয়া। তাই হবে, কিন্তু আপনি কে ?

লীলা। আমি এ বাড়ীর ছোট বৌ।

কেয়া। বাড়ীর ছোট বৌ! এত রাত্রে কেন এলেন ?

লীলা। কি জানি কেন এলাম। তোমাকে দেখে অবধি আমার যে কত কী মনে হচ্ছিল! বছরে বছরে আরও কত নাচওয়ালী আসে আমাদের এই নাট মন্দিরে। কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখিনি।

কেয়া। আমার মতো—মানে ?

লীলা। তারা সব ভারী অসভ্য। তাদের কারুর সঙ্গে কথা কওয়া যায়না। কিন্তু তোমরা তা নও।

কেয়া। তা হবে, হয়ত আমরা একটু আলাদা রকমের হতেও পারি। কিন্তু আর আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বরং কালকে খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরবেলায় আমরা আপনার ঘরে গিয়ে গল্প ক'রে আসবো।

লীলা। না না তোমরা ভেতরে যেওনা। আমার শ্বশুর ওসব পছন্দ করেননা। তার চাইতে আমিই বেশী রাত্তিরে এসে তোমাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে যাবো।

কেয়া। বেশী রাত্তিরে উঠে এলে আপনার স্বামী কিছু বলবেন না ?

লীলা। না।

কেয়া। কেন ?

লীলা। তিনিই ত চান তোমার সব কথা শুনতে।

কেয়া। তিনি বুঝি খুব দয়ালু লোক ?

লীলা। হ্যাঁ।

কেয়া। আপনার স্বামীভাগ্য ভাল।

লীলা। আচ্ছা, তোমাদের দলের ওই কুৎসিৎ লোকটা কে ?

কেয়া। ওর নাম বাসুকী।

লীলা। নাম ত শুনেছি। আমি জানতে চাইছি ও তোমাদের কে হয় ?

[কেয়া একবার সন্তর্পণে চারিদিক দেখিয়া আসিল।
তারপর লীলার কাছে আসিয়া বলিল।

কেয়া। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখছি—ওই লোকটাই আমার অভিভাবক। ওরই কথা আমাকে শুনতে হয়, কাজ করতে হয় ওরই কথা মতো।

লীলা। অথচ ও তোমার কে, তা জিগ্যেস করোনি কোনদিন ?

কেয়া। না, সাহস নেই।

লীলা। আশ্চর্য্য !

কেয়া। আপনি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের বিপদ বাড়াবেন না। এমনিতেই অনেক কথা আজ আপনাকে বলে ফেলেছি।

লীলা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু ওই মেয়েটি কে ? যার নাম হেনা।

কেয়া। জানিনা।

লীলা। ও তোমার বোন নয় ?

কেয়া। তাও জানিনা। আপনি যান।

লীলা। আমি যাচ্ছি। কিন্তু তোমাদের আমি বুঝতে পারলাম না।

কেয়া। আমরাই নিজেদের বুঝতে পারিনি, আপনি পারবেন কী করে ? নিজেদের নিয়ে আমরাই খুসী নই, আপনাকে খুসী করবো কী ক'রে ? এখন যান, আমাকে ঘুমুতে দিন।

[লীলা কেয়ার এই রূঢ় কথায় একটু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল]

লীলা। তুমি রেগে উঠছো কেন?

কেয়া। না রেগে করি কী বলুন। আপনাদের বাড়ীর উৎসবে আমরা নাচতে গাইতে এসেছি। আমাদের নিয়ে আপনারা বাড়ীশুদ্ধ ছেলে বুড়ো এমন কাণ্ড আরম্ভ করেছেন, যেন আমাদের সঙ্গে কী একটা মস্ত রহস্য জড়ানো আছে। কথার ওপর কথা, জিজ্ঞাসার ওপর জিজ্ঞাসা—বাধ্য হ'য়ে আমাদের রাগ করতে হয়।

লীলা। আচ্ছা বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, দয়া ক'রে একথা কাউকে বোলোনা।

কেয়া। ভয় নেই, আপনার কথা আমার মনেই থাকবে না।

[লীলা ধীরপদে বাহির হইয়া গেল। কেয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে অন্য দরজার নিকট গিয়া ডাকিল]

কেয়া। হেনা!

[ডাক শুনিয়া দরজা দিয়া হেনা বাহির হইয়া আসিল এবং কেয়াকে বাহিরে দেখিয়া কিছু যেন অবাক হইল]

হেনা। বাইরে যে!

কেয়া। এদের বাড়ীর বৌ এসেছিল আলাপ করতে।

হেনা। তা' আমায় ডাকলে কেন?

কেয়া। তুই ওস্তাদকে বল্ হেনা, আমি আর এখানে থাকবোনা।

হেনা। কেন ?

কেয়া। এদের এই কৌতূহল আমার আর সহ্য হচ্ছেনা। এদের চাওয়া, চলা আর বলা আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। আমি আর পারছিনা। তুই ওস্তাদকে বল—এখান থেকে চলে যেতে।

হেনা। ওস্তাদ সে কথা শুনবে মনে করো ?

কেয়া। যদি না শোনে আমি নিজেই চলে যাবো।

হেনা। তার ফল কি হবে জান ?

কেয়া। জানি, হয়ত আমায় সে এই অপরাধে মেরে ফেলবে। কিন্তু সেও ভাল। আমার মত মেয়ের বেঁচে থেকেই বা লাভ কী ?

হেনা। হঠাৎ এই শেষরাত্রে তোমার দুঃখ উথলে উঠলো কেন ?

কেয়া। হঠাৎ দুঃখের কথা এ নয় হেনা—এ দুঃখ আমার চিরকালের। আমার জীবন যেন নাম না জানা এক মরসুমী ফুল—হঠাৎ ফুটে উঠেছি—আবার হঠাৎ ঝরে. যাবো।

[হেনা চুপ করিয়া রহিল]

কেয়া। জীবনে বাপ মা কাকে বলে চিনলাম না। জ্ঞান যখন হ'ল, দেখলাম এক ডাক্তারের হাতে মানুষ হচ্ছি। ডাকলাম—বাবা ! তিনি বললেন,—আমি তোমাব বাবা নই।

হেনা। কিন্তু ডক্টর নাগ তোমাকে ভালবাসেন খুব।

কেয়া। নিশ্চয় ! কসাই যেমন ভালবাসে তার খাসীকে। লেখাপড়া, গানবাজনা শিখিয়ে আমাকে তুলে দিলেন এই কুৎসিত শয়তান বাসুকীর হাতে। ইচ্ছেমত কোথাও যেতে পারবো না, কোন মানুষের সঙ্গে কথা কইতে পারবো না, বাইরের আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হ'য়ে এইভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী হেনা ?

হেনা। উপায়ই বা কী ?

কেয়া। উপায় আছে হেনা, উপায় আছে। যে লোকটাকে ক্রমাগত ভয় ক'রে ক'রে আজ আমরা ভয়ঙ্কর ক'রে তুলেছি,—তাকে উপেক্ষা করতে পারলেই আমরা মুক্তি পাব। আমরা যদি তাকে গ্রাহ্য না করি, তবে দেখবি দু'দিনেই তার ঐ ভয়ের মুখোসটা খুলে পড়ে গেছে।

হেনা। কার মুখোস খুলে পড়ে যাবে ? বাসুকীর ? রাত্রির জেগে তোমার মাথা গরম হ'য়ে গেছে কেয়াদি, শুয়ে পড়গে যাও—শুয়ে পড়গে।

[হাসিয়া প্রস্থান করিল। অবরুদ্ধ আক্রোশে কেয়া যেন ফুলিতে লাগিল। সে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ দেখিতে পাইল, নাট মন্দিরের ভিতরের দিক দিয়া শিশির এইদিকে আগাইয়া আসিতেছে। শিশির কাছে আসিতেই কেয়া যেন হঠাৎ ক্ষেপিয়া গেল]

কেয়া। কী চান আপনারা বলুনতো ? কেন এমনভাবে বিরক্ত করছেন ? আমাদের কি মানুষের শরীর নয় ? ঘুমোবার অধিকারও কি নেই আমাদের ?

শিশির। কে তোমাদের বিরক্ত করছে ?

কেয়া। আপনারাই করছেন ! এইতো একটু আগে—

[হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, লীলা তাহার আগমন বার্তা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে। সে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল]

শিশির। একটু আগে কী ?

কেয়া। কিছু না। বলুন—আপনি কী বলতে এসেছেন ?

শিশির। মনে হচ্ছে—কী একটা কথা যেন চেপে গেলে।

কেয়া। যা চেপে গেলাম—সে আমার নিজেরই কথা, সে কথা শোনবার আপনার কোন অধিকার নেই। অতএব আপনার কথা বলুন।

শিশির। এই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলবো ?

কেয়া। নইলে এই রাত তিনটের সময় আপনার সঙ্গে বসে বসে ভোর অবধি সুখ দুঃখের গল্প করবো—এই কি আপনি আশা করেন ?

শিশির। না না আমি তা বলিনি। আমি বলছিলাম যে কথা শেষ করতে আমার একটু সময় লাগবে ?

কেয়া। তাহ'লে দয়া ক'রে আজ মুলতুবী রাখুন। কাল সকালে বাসুকীর অনুমতি নিয়ে—এখানে আসবেন ; অনেকক্ষণ কথা কওয়া যাবে।

শিশির। বাসুকীর অনুমতি নিতেই হবে ?

কেয়া। হ্যাঁ।

শিশির। যদি না নেই ?

কেয়া। আমাকে শাস্তি পেতে হবে।

শিশির। কেন ? তোমার অপরাধ ?

কেয়া। (হাসিয়া) আপনি ভয়ানক ছেলেমানুষ তো ! শাস্তি যারা দেয়, তারা কি শুধু অপরাধ করলেই শাস্তি দেয় ? অপরাধ না করলে শাস্তি দেয়না ?

শিশির। তা বটে।

কেয়া। তবে? থাক্ আপনার বক্তব্য যখন চট্ করে শেষ হবে না—তখন—আমি যাই?

শিশির। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি দু' একটা কথা তোমাকে জিগ্যেস করবো।

কেয়া। বলুন।

শিশির। যাঁর কাছ থেকে আমি তোমাদের দলকে বায়না ক'রে এনেছি সেই ডক্টর নাগ কে?

কেয়া। তিনি একজন ডাক্তার।

শিশির। তিনি তোমার কে?

কেয়া। বলা শক্ত। যে কেউ হতে পারেন।

শিশির। অর্থাৎ?

কেয়া। অর্থাৎ বাবা হতে পারেন, কাকা হতে পারেন, জ্যাঠা হতে পারেন, মামা হতে পারেন, প্রতিপালক হতে পারেন, হন্তারক হতে পারেন, আবার কেউ না হতেও পারেন।

শিশির। কিছুই কিন্তু বোঝা গেল না।

কেয়া। যাবেও না। কাজেই পণ্ডশ্রম না ক'রে বাকী রাত্তিরটুকু ঘুমোবার চেষ্টা করুন গে। আজ বাইশ বছর ধরে আমি যা হাজার চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারিনি—আপনি তা' এক মিনিটে বুঝে ফেলবেন—তাই কখনো হয়?

[শিশির চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। কেয়াও অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সে কহিল]

কেয়া। সংসারে মাত্র একজন বোধ হয় ঠিক ঘটনাটা জানতেন—কিন্তু তাঁকে আমি জানবার সুবিধাই পাইনি।

শিশির। কে তিনি?

কেয়া। আমার মা। মাও বলতে পারেন প্রসূতিও বলতে পারেন। কারণ শুনতে পাই, আমাকে তিনি পালন করবার সময় পাননি।

শিশির। তার আগেই মারা গেছেন ?

কেয়া। বোধ হয়।

শিশির। আচ্ছা, ডক্টর নাগ তোমাদের থাকবার জন্য যে আশ্রম তৈরী ক'রে দিয়েছেন—সেখানে আরও মেয়ে আছে ?

কেয়া। হ্যাঁ।

শিশির। তোমাদের নাকি বাইরের কোন লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কিংবা কথাবার্ত্তা কইতে দেওয়া হয় না ?

কেয়া। ঠিকই শুনেছেন।

শিশির। কষ্ট হয়না তোমাদের ?

কেয়া। কী জানি, বুঝতে পারি না।

শিশির। (নিম্নকণ্ঠে হঠাৎ) উদ্ধার পেতে চাও ?

কেয়া। মানে ?

শিশির। মানে আমার এক বন্ধু তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, তিনি ওই বন্দীজীবন থেকে তোমাকে উদ্ধার ক'রে বিবাহ করতে চান। এই রূপ আর যৌবন এইভাবে নষ্ট ক'রে লাভ কী ? সামনে তোমার অফুরন্ত ভবিষ্যৎ।

কেয়া। (হাসিয়া) অনর্থক এতক্ষণ ধরে ভণিতা না ক'রে এই কথাটা আগে বলে ফেললেই তো পারতেন !

শিশির। আমার কথার জবাব দাও।

কেয়া। বাসুকীকে দেখেছেন ?

শিশির। হ্যাঁ।

কেয়া। কী রকম মনে হ'ল লোকটাকে ?

শিশির। অতি কুৎসিত আর সাংঘাতিক।

কেয়া। আর একটা কথা জানতে পারেননি, সে অন্তর্য্যামী। আজ এখানে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে যে সব কথা বললেন—এ কথা ওর অজানা থাকবেনা। অতএব আমার জবাব নেবার পূর্ব্বেই আপনি পালান।

শিশির। না—আমি পালাব না। এ তোমার কোলকাতা নয়। এ হ'ল জমিদার হরিহর চৌধুরীর নাটমন্দির। এখানে ওসব বাসুকী টাসুকীর দাপট চলবে না। বলো—আমার বন্ধুকে কী বলবো ?

কেয়া। নিতান্তই মরণ ঘনিয়েছে দেখছি। বলবেন, আমি ভেবে দেখবো।

শিশির। না, ভেবে দেখবার এর্ত্তে কিছু নেই। আমি এক্ষুণি গিয়ে আমার বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসছি। তার সঙ্গে তুমি কথা কও।

কেয়া। না-না-না-না! তাঁকে এখানে আনবেন না। দোহাই আপনার শিশির বাবু। আমি জানি তিনি কে!

[শিশির থমকিয়া দাঁড়াইয়া কেয়ার মুখের দিকে চাহিল তারপর কহিল]

শিশির। আমি আবার তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি কেয়া, তুমি সুন্দরী—অপূর্ব্ব সুন্দরী। সম্পদকে সৎকার্য্যে ব্যয় না ক'রে সঞ্চয় করলে যে পাপ, রূপকে ব্যবহার না ক'রে অপচয় করলেও সেই পাপ।

[এই বলিয়া শিশির ভিতরে চলিয়া গেল। কেয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ দরজা খুলিয়া হেনা বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখ চোখ দেখিয়া মনে হয় সে রীতিমত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে]

হেনা। এই শেষরাত্রে তুমি কী আরম্ভ করেছ কেয়াদি?

কেয়া। কী আরম্ভ করেছি?

হেনা। হঠাৎ এই আগুন নিয়ে খেলা করবার সাধ হ'ল কেন?

কেয়া। দেখিই না কী হয়?

হেনা। মরতে চাও—খেল, আমার কিছুই বলবার নেই।

কেয়া। আমাকে এর আগে কেউ সুন্দরী বলেনি—জানিস হেনা? তাই এত ভাল লাগলো কথাটা! হয়ত লোকটা মিথ্যে কথা মিষ্টি ক'রে বলেছে,—হয়ত আমাকে ঠকাবার এ আর একটা নতুন ফাঁদ। জানি—তবু ভাল লাগলো।

হেনা। ওস্তাদ যখন শুনতে পাবে—তখন কিন্তু কথাটা আর এত ভাল লাগবে না।

কেয়া। কী করবে ওস্তাদ? চাবুক মারবে? মেরে ফেলবে? ফেলুক না মেরে! ক্ষতি কি? মরবার সময় তবুতো অন্ততঃ একথা বলে মরতে পারবো, যে তোমরা জয়ী হ'তে পারলে না। 'যে কথা আমার কাণে পৌঁছতে না দেবার জন্য তোমাদের এত শাসন আর ষড়যন্ত্র—নারী জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ দুটি কথা আমি শুনেছি,—আমি সুন্দরী—আমি বিজয়িনী।

হেনা। তবে মরো।

[এই বলিয়া হেনা রাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কেয়া চুপ করিয়া

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কাণ পাতিয়া শুনিল দূরে কোন শব্দ শোনা যাইতেছে কি না,—তারপর ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

একটু পরে সোমেনকে লইয়া শিশির প্রবেশ করিল। সোমেনকে দেখিয়াই বোঝা গেল সে অত্যন্ত nervous হইয়া পড়িয়াছে। কেয়াকে দেখিতে না পাইয়া শিশির কহিল]

শিশির। এইরে! শুয়ে পড়েছে! তোকে বল্লাম তাড়াতাড়ি চল্—তা' না তোর উঠতে বসতে নড়তে চড়তেই ছ'মাস।

সোমেন। আজ থাক্ ভাই। এখনোত ওরা আছে দু'একদিন।

শিশির। না না আজ থাকবে কী? শুভকার্য্যে বিলম্ব করতে নেই। তুই এখানে দাঁড়া, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি।

সোমেন। আজ থাক্—বুঝলি শিশির, আজ থাক! মানে—ঐ বাসুকী লোকটাকে আমার একেবারেই ভাল লাগেনি—কী সাংঘাতিক চাউনি, বাপরে বাপ!

শিশির। কেন মিথ্যে ভয় করছিস? এখানে বাসুকী তো বাসুকী, বাসুকীর বাবা এলেও কিছু করতে পারবে না। দারোয়ানগুলো কি এমনি এতকাল ডালরুটি খাচ্ছে নাকি?

সোমেন। কী জানি ভাই, আমার বড় ভয় করছে। বরঞ্চ ওর কোলকাতার ঠিকানাটা জেনে রাখ্—সেইখানে গিয়ে—

শিশির। কোলকাতার ঠিকানা আমি জানি। কিন্তু সে সুবিধে হবেনা। কারণ ও যেখানে থাকে—সেটা একটা মেয়ে-আশ্রম। তার চেয়ে আমি ডেকে দিই, তুই একটু কথাবার্ত্তা করে নে। তারপর

কাল রাত্তিরের গাড়ীতে তোদের দুজনকে এখান থেকে সরিয়ে দেব। মরুক, তখন ওই বাসুকী ব্যাটাচ্ছেলে কেঁদে কেঁদে।

সোমেন। না ভাই, কাঁদবার চেহারা হয় আলাদা। খবরটা পেলে ও যে কী করবে—সে কথা ভেবেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

শিশির। আমি কেয়াকে ডাকছি।

সোমেন। একটু দাঁড়া। তোর কথার জবাবে ও কী বলেছে?

শিশির। বলেছে—ভেবে দেখি। তার মানেই রাজী।

সোমেন। আচ্ছা তবে ডাক্!

[শিশির কেয়ার দরজার কাছে গিয়া ঘা দিতেই হঠাৎ নাট মন্দিরের পিছন হইতে আওয়াজ আসিল]

নেপথ্যে। আমি জমিদার হরিহর চৌধুরী, আমাকে ভয় দেখানো সহজ কথা নয়। জীবনে ভয় আমি কাউকে করিনি, আজও করবোনা।

সোমেন। এইরে! বাবা আসছেন।

শিশির। বাবা! তিনি এতরাত্রে এখানে কেন আসবেন?

সোমেন। জানিনে। শীগ্গির সরে আয়!

[উভয়ে সরিয়া গিয়া একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্তে জমিদার হরিহর চৌধুরী প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইতে ছিলেন—তাঁহার চোখ দুইটি অর্দ্ধ নিমীলিত, মুখে কোন অভিব্যক্তি নাই। মনে হয় যেন ঘুমের ঘোর এখনো কাটে নাই। তিনি সম্মুখে আসিয়া নিজের মনেই বলিলেন]

হরিহর। জীবনে ভয় কাকে বলে আমি জানিনে—আজও ভয় আমি

করবোনা। পাপ? পাপ কাকে বলে? পাপ পুণ্য সব মানুষের মনগড়া কথা। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, কাজ আদায়ের জন্য মানুষই ওই শব্দগুলো তৈরী করে নিয়েছে। ওসব আমি বিশ্বাস করিনা।

[ক্রমশঃ তিনি কেয়ার দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। শিশির সোমেন পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। দরজা খুলিয়া কেয়া বাহির হইয়া আসিতে আসিতে কহিল]

কেয়া। আচ্ছা, আজ কি আপনারা—একি! জমিদার বাবু!

[হরিহর আগাইয়া আসিয়া কেয়ার দক্ষিণ বাহু শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত অপলক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন]

কেয়া। আপনি আমার হাত ধরলেন কেন? হাত ছেড়ে দিন।

হরিহর। পৃথিবীতে এসে মানুষ কেবলমাত্র ভাল কাজ করবে, এ গ্যারান্টি বিধাতাও দিতে পারবে না—আমিতো সামান্য হরিহর চৌধুরী। আমার পিতৃপুরুষের জীবন ইতিহাস, লোভ, মোহ আর লাম্পট্যের কাহিনীতে ভরা, কাজেই উত্তরাধিকার-সূত্রে আমিও যে সে সব পাব, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কেয়া। আপনার বাড়ীতে আর আমরা গান বাজনা করবোনা, ভোর হলেই বাসুকীকে বলে আমরা এখান থেকে চলে যাব। ছাড়ুন।

হরিহর। অন্যায় যদি করেই থাকি, তারজন্য আমি একটুও অনুতপ্ত নই। তার জন্য আমি কাউকে দায়ী করিনি—করবোও না। কিন্তু আর তোমার বেঁচে থাকা চলেনা। নিয়তি তোমাকে টেনে

এনেছে আমার এই নাটমন্দিরে। হাতে পেয়ে আমি ছেড়ে দেবনা, আমি তোমাকে খুন করবো।

কেয়া। খুন করবেন! কেন, আমি কী করেছি। হাত ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন আমার হাত, নইলে আমি চীৎকার করে সকলকে ডাকবো।

[হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিল]

[হরিহর পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিলেন]

হরিহর। তোমাকে মারতে আমার একটুও ইচ্ছে ছিলনা। এমন শান্ত সুন্দর, ফুলের মত কোমল মেয়েকে মেরে ফেলতে কার ইচ্ছে করে। কিন্তু কী করবো কোন উপায় নেই। হয়ত—আমার ভুল হচ্ছে, হয়ত তুমি নও, কিন্তু আমার সন্দেহ যখন হয়েছে তখন তোমাকে মরতেই হবে। তোমার বাঁচার চাইতে আমার বাঁচাটা অনেক বেশী দরকার।

আমি কী অপরাধ করেছি আপনার কাছে? আপনার সঙ্গে আমার চেনা নেই, জানা নেই,—আমাকে দিয়ে আপনার কোন ক্ষতি হতে পারেনা। হাত ছাড়ুন, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দিন।

[কেয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শিশির এদিকে আসিবার উদ্যোগ করিতেই সোমেন দৃঢ় মুষ্টিতে তার হাত চাপিয়া ধরিল। হরিহর বাঁ হাত দিয়া কেয়ার গলাটা চাপিয়া ধরিয়া রিভলভার উঠাইলেন]

কেয়া। হেনা! হেনা! হেনা! ওস্তাদ!

[হঠাৎ দূরে ক্লাচের ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা গেল। শিশির ও সোমেন আবার পরস্পরের দিকে চাহিল। দেখা গেল, শুকনা হাসিতে হাসিতে বাসুকী এই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সে আসিয়া ঘটনা স্থলে দাঁড়াইয়া চোখের পলকে একবার চারিদিক দেখিয়া লইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিহরের হাত চাপিয়া ধরিতেই 'কায়ার' হইয়া গেল। হরিহরের সর্ব্বাঙ্গ একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, পর মুহূর্ত্তেই তিনি পরিপূর্ণ চোখে বাসুকী ও কেয়ার দিকে চাহিলেন, তারপর বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে বলিলেন]

হরিহর। তুমি বাসুকী!

বাসুকী। হ্যাঁ, হুজুর, আমি বাসুকী।

হরিহর। তুমি লোক বড় সোজা লোক নও।

বাসুকী! সোজা লোকই ছিলাম হুজুর। সালারা ঠ্যাঙটাও ভাঙলে, কোমরটাও বাঁকিয়ে দিলে; তাই সোজা বাসুকী বাঁকা হয়ে গেল।

হরিহর। হুঁ।

বাসুকী। হুজুর সবই বোঝেন।

হরিহর। বলতে পার বাসুকী আমি এখানে কেন এসেচি?

বাসুকী। আসা যাওয়ার কথা কি কিছু বলা যায় হুজুর? যুধিষ্ঠির রাজাকেও নাকি কী একটা কারবার ক'রে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। আপনিও হয়ত নরক দর্শন করতেই এসেছিলেন। হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ!

হরিহর। বাসুকি!

বাসুকী। বলুন হুজুর?

হরিহর। এই মেয়েটি কে ?

বাসুকী। আজ্ঞে ওর নাম কেয়া হুজুর।

হরিহর। পরিচয় ? (বাসুকী নীরব)

হরিহর। তুমি যদি সত্যি কথা বলো—তোমাকে আমি অনেক টাকা দেব।

বাসুকী। বলব, ওর সাত পুরুষের সব খবর আমি জানি হুজুর। টাকা পেলে সালা মামাকে বাবা বলতে পারি—এতো সামান্য কাজ, এ আর পারবোনা ?

হরিহর। তবে বলো !

বাসুকী। সে কথা আজই কি হুট্ ক'রে বলা যায় হুজুর,—পরে বলবো ! এখন চলুন—সুয়ে পড়বেন চলুন।

[থামের আড়ালে শিশির ও সোমেন লুকাইয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়া বাসুকী ডাকিল]

ছোট হুজুর, সিসির বাবুও চলে আসুন। ওখানে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ মসার কামড় খাবেন ? চলে আসুন।

[শিশির, সোমেন সঙ্কুচিত পদে বাহির হইয়া আসিল। হরিহর সেই দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন]

হরিহর। তোমরা এত রাত্রে এখানে এসেছিলে কেন ?

বাসুকী। কিছুনা—কিছুনা হুজুর। সবই হ'ল উনপঞ্চাস বাতাসের দোস। ও সালার বাতাস কখন যে কাকে কোথায় নিয়ে ফেলে কিছু বলা যায় না। চলুন হুজুর। আসুন সিসির বাবু, ছোট হুজুরও আসুন। (নিম্নকণ্ঠে) ঘাবড়াচ্ছেন কেন ?

কেয়াতো বলেছে—ভেবে দেখবে—দেখুকনা ভেবে, চলুন! হেঁঃ—হেঁঃ—হেঁঃ—হেঁঃ!

[সকলে অগ্রসর হইয়া গেল। সব শেষে ছিল বাসুকী, সে হাহা করিয়া হাসিতে হাসিতে কেয়ার কাছে গিয়া কহিল]

বাসুকী। সোন্‌রে কেয়া সোন্, সোন্। ভেবে দেখব বলেচিস, কি বলিস? কিন্তু ভাববার মাথা কি তোর আছে?

[মাথাটা ধরিল]

ছাখ কুল-কিনারা পাস কিনা!

[এই বলিয়া কেয়াকে একটা ধাক্কা মারিল। সেই ধাক্কায় কেয়া গিয়া পড়িল মোটা থামের উপর, তাহার কপাল কাটিয়া গেল। কেয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল তাহার কপাল কাটিয়া একটি রক্তধারা গালের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। বাসুকী কেয়ার কপাল ধরিয়া বলিল]

বাসুকী। কিরে! কপাল ফেটে রক্ত বেরুল নাকি! বেরুতে দে! বেরুতে দে! বুক ফেটে বেরুবার চেয়ে কপাল ফেটে রক্ত বেরুনো ঢের ভালো। হেঁঃ, হেঁঃ, হেঁঃ!

[বলিয়া হাসিতে হাসিতে কেয়ার গলা হইতে ফুলের মালাটি ছিনাইয়া লইয়া একটি একটি ফুল ছিঁড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে লাগিল এবং হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি যবনিকা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আশ্রমের বাহিরের ঘর। শিখা গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল, কিছু পরে হেনা প্রবেশ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল এবং গান শেষ হইলে কহিল—

হেনা। আপনি এত চমৎকার গান করেন, আপনি কে ? আপনাকে তো এর আগে কোনদিন এখানে দেখিনি !

শিখা। দেখার কথা কি কিছু বলা যায় ভাই ? দেখাদেখির রহস্য সে এক মজার ব্যাপার। অনেক সময় দেখেও কাউকে জানা যায় না, আবার না দেখেও মানুষ চেনা যায়।

হেনা। সে কথা জানি, আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনি কে ?

শিখা। যদি বলি আমি ডাক্তার নাগের লোক !

হেনা। বিশ্বাস করবোনা। কারণ প্রয়োজন থাকলে ডাক্তার নাগ এখানে নিজে আসেন, লোক পাঠান না।

শিখা। বুঝেছি তুমি বুদ্ধিমতী। কেয়া কোথায় ?

হেনা। কেয়াদি মিস চ্যাটার্জীর সঙ্গে বাজারে গেছেন।

শিখা। কখন ফিরবে ?

হেনা। একখুনি ফিরবে। কেন, তাঁরই সঙ্গে কি আপনার দরকার ?

শিখা। হ্যাঁ।

হেনা। তাহ'লে আপনাকে একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হবে, কেয়াদি গেছেন অনেকক্ষণ, এখুনি এসে পড়বেন।

শিখা। আচ্ছা।

হেনা। আপনি কিছু মনে কর্বেন না। আমি এখুনি আসছি।

শিখা। তুমি বিরাম কুঞ্জে যাচ্ছতো? চলনা, আমিও তোমাদের বিরাম কুঞ্জটা একবার দেখে আসি।

হেনা। আসুননা! ভালইতো!

শিখা। তোমাদের এই বিরাম কুঞ্জের কথা এত অবিরাম শুনেছি যে দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারলামনা।

হেনা। ভেতরে কিন্তু কিছুই নেই। কেবল শাসন আর সংযম।

শিখা। সেওতো বড় কম কথা নয়। তোমার নাম কি ভাই?

হেনা। হেনা।

শিখা। হে-না! সুন্দর নাম, চলো।

[হেনা ও শিখা বাহির হইয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিল কেয়া ও বেবী]

কেয়া। তারপর?

বেবী। তারপর আর কী! তার সঙ্গে হ'ল ভালবাসা। And I am going to marry him!

কেয়া। ডাঃ নাগের অনুমতি নিয়েছিস্!

বেবী। না। ডাঃ নাগের অনুমতি নেবার কোন প্রয়োজন নেই। ডাঃ নাগ—হতে পারেন আমাদের অভিভাবক, কিন্তু সে দেহের—মনের নয়।

কেয়া। তারপর? বাসুকী যদি আসে?

বেবী। ওইতো বললুম কেয়াদি যে আমার দেহটাকে চাবুক মেরে সে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিতে পারে—কিন্তু আমার মন? মন যে রইল

তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে? সেখানে কোন বাসুকীর হাত পৌঁছবেনা।

কেয়া। বাসুকীর হাত? বাসুকীর হাত যে কোথায় পৌঁছয়না, তাতো আমি জানিনা ভাই। He is a terror, he is a brute. বাপমার জীবনে কত বড় অভিশম্পাতের ফলে ওই রকম একটা সন্তান পৃথিবীতে জন্মায় তা বলবার নয়। আমার সমস্ত জীবন দলিত মথিত ক'রে ওই একটি মাত্র লোক জেগে আছে। যার ভয়ে আমি ব্যর্থতার মুকুট মাথায় পরে আমার এই ক্লান্ত জীবনের বোঝা বয়ে চলেছি।

বেবী। হ্যাঁ তোমার ওপরেই যেন ওর বেশী রাগ কেয়াদি।

কেয়া। আমারই ওপর ওর রাগ, আমিই ওর লক্ষ্য। আমাকে শাসন করবার জন্তই যেন পৃথিবীতে ওর আবির্ভাব। ওর পশুত্বের যূপকাষ্ঠে আমিই Victim.

বেবী। কিন্তু আমি ওর শাসন মানবোনা। আমি পালিয়ে যাব। তোমায় চুপি চুপি বলছি কেয়াদি। আজ রাত্রেই আমি পালিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে।

কেয়া। জীবনে তুই সুখী হ'ভাই। ভগবান তোর মঙ্গল করুন।

[কেয়া চলিয়া গেল। বেবী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিস চ্যাটার্জ্জী প্রবেশ করিলেন]

মিস্ চ্যাটার্জ্জী। বেবী, তুমি কোথায় গেছলে?

বেবী। একটু কাজে গিছলাম মাসীমা।

মিস চ্যাটার্জ্জী। বাইরে তোমার কী কাজ থাকতে পারে? আর আমার অনুমতি না নিয়ে তুমি বাইরেই বা যাও কেন?

বেবী। বারে! আমার দরকার থাকলে আমি যাবনা?

মিস চ্যাটার্জ্জী। না তুমি যাবেনা। (ঠাস করিয়া বেবীর গালে চড় মারিলেন.) তোমাদের জন্য ডক্টর নাগের কাছে আমাকে হাজার বার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? শিশুকাল থেকে এখানে মানুষ হচ্ছো, এ খবর কি রাখোনা, বাইরে যাবার তোমাদের অধিকার নেই! যাও, ভেতরে যাও!

[বেবী ম্লানমুখে ভিতরে চলিয়া গেল। মিস চ্যাটার্জ্জী তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে গেলেন। একটু পরেই সে ঘরে প্রবেশ করিল শিখা ও কেয়া।

কেয়া। আমি জানতে চাইছি আপনার পরিচয় কী?

শিখা। আমার কোন পরিচয় নেই।

কেয়া। তাই কি কখনো হতে পারে?

শিখা। কেন পারে না? জগতে নাম ধাম গোত্রহীনের সংখ্যা কি কম? তুমি জান তোমার কী পরিচয়?

কেয়া। না।

শিখা। তবে? আমাকে যখন দেখছো তখন আমাকেই দেখো। আমার অতীতে কী ছিল, আর ভবিষ্যতে কী আছে, তা নিয়ে টানাটানি কোরোনা। তার ভেতরে পদ্মও থাকতে পারে, আবার পাঁকও থাকতে পারে। কী দরকার ও রিস্কে!

কেয়া। না, আপনাকে আজ এখানে নতুন দেখলাম কিনা, তাই একটু কৌতূহল হয়েছিল।

শিখা। মেয়েছেলের কৌতূহল ভাল নয়।

কেয়া। জানি।

শিখা। তবে? সামান্য সামান্য জিনিষে যদি এত কৌতূহল জাগে, তবে বড় জিনিষের জন্য কী বাকী রাখবে? নিজের জীবনটাকে অত সস্তা ক'রে দিয়োনা কেয়া, ভবিষ্যতের জন্য কিছু বাকী রাখো। তখন কিন্তু চড়া দামে বিকোবে।

কেয়া। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। বাইরে একটা চামড়ার আবরণ, ভেতরটা হচ্ছে সমুদ্রের মত গভীর আর গম্ভীর।

শিখা। ওইটুকুই তোমার জানা থাক্ কেয়া। শুধু ওইটুকুই আমার পরিচয়। এর বেশী আমাকে জানবার দরকার নেই। আচ্ছা, আমি আসি তবে?

কেয়া। আসুন নমস্কার!

[শিখা চলিয়া গেলে কেয়া একটি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ সেখানে ঢুকিল সোমেন]

সোমেন। কেয়া!

কেয়া। একি! আপনি এখানে! কী সর্ব্বনাশ! পালান—পালান!

সোমেন। কেয়া!

কেয়া। কোন কথা বলবেন না। এখানে আপনার চারদিকেই বিপদ। আপনি জানেন না, এখানে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

সোমেন। কেয়া!

কেয়া। কেন আমাকে বারে বারে অমন ক'রে ডাকছেন? আপনার ওই ডাকে আমার সমস্ত মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। বাঁধনকে আরও শক্ত বলে মনে হয়। কেয়াফুল আপনি দেখেননি। বাইরে তার কাঁটার আবরণ ভরা, ভেতরে তার মধু। আমার

জীবনেও এই বিরামকুঞ্জ হচ্ছে সেই কেয়া পাতার কাঁটা। চলে যান, চলে যান আপনি।

সোমেন। কেয়া My Sweetie, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো! তুমি তো জানো তোমাকে ছেড়ে গেলে আমি বাঁচবোনা।

কেয়া। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দিলে আমি বাঁচবো। আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি যান এখান থেকে।

সোমেন। কিন্তু আমার প্রস্তাব?

কেয়া। আপনি ডক্টর নাগকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি অনুমতি দিলেই আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে।

সোমেন। তিনি যদি অনুমতি না দেন?

কেয়া। তাহ'লে—যে ফুল গাছ থেকে ঝরে মাটিতে পড়ে গেল, যে তারা আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল, তার কথা মনে করবেন, তা'হলেই সান্ত্বনা পাবেন।

সোমেন। আমি জানি আমার জীবনে এই দুর্ঘটনা ঘটবেই। তুমি কেয়া কাঁটার কথা বলছিলে না কেয়া? কিন্তু বল দেখি শুকনো মরুভূমির জীবনে, আমার কেয়া কাটা, আমাকে সার্থক করো তুমি।

কেয়া। পায়ের শব্দ হচ্ছে—এক্ষুনি বোধ হয় মিস চ্যাটার্জ্জী এসে পড়বেন, তুমি যাও, তুমি যাও।

[উভয়ে ছুটিয়া বিপরীত দিকে প্রস্থান করিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতায় ডক্টর নাগের ডিস্‌পেন্সারী। মঞ্চের সম্মুখ ভাগ চেয়ার টেবিল সোফা ইত্যাদি দিয়া সাজানো। মঞ্চের মাঝামাঝি কাঠের পাটিসন। তাহার নিম্নার্দ্ধ কাঠের, উপরার্দ্ধ কাঁচের। বাঁ পাশে ঠেলা দরজা। তাহার উপরে লেখা Operation Room & Laboratory

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল মঞ্চের সম্মুখভাগ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে উইংসের ধার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি নারী। পরিধানে তাহার কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ চুলগুলি খোলা এবং এলোমেলো, ক্রোড়ে একটি শিশু।

পার্টিশনের নীচে একটি সোফায় ডাক্তার নাগ শুইয়া আছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—স্বপ্নের বিষয়বস্তু এই নারী।

ডাঃ নাগের মুখের উপর একটি তীব্র আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

স্বপ্নের মধ্যেই তিনি কথা বলিতেছেন]

ডাঃ নাগ। কে তুমি ?

মুর্ত্তি। আমি মীনা !

ডাঃ নাগ। মীনা !

মীনা। হ্যাঁ আমি মীনা।

ডাক্তার। কী চাও তুমি ?

মীনা। ভিক্ষে।

ডাক্তার। কোন মুখে তুমি ভিক্ষে চাইছো, ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করছেনা তোমার ?

মীনা। আজ লজ্জার কথা ভাবলে আমার চলবে না। জানি, তোমার প্রতি আমি সুবিচার করিনি। লোভে পড়ে আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু তার কি কোন ক্ষমা নেই ?

ডাক্তার। মন্দ কথা নয়। অপরাধও করবে তোমরা, আর সাধুও সাজবে তোমরা! ক্ষমা! ক্ষমা কি এতই সহজ কথা? একটা জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে—পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস তার চোখ থেকে মুছে নিয়ে আজ ক্ষমার কথা বলতে এসেছ! তুমি আবার কেন এলে ? সব দাবী দাওয়াইতো শেষ ক'রে দিয়েছ!

মীনা। আজ তোমার কাছে না এসে আমার উপায় নেই। যে ভুল আমি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তোমাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখিনি। টাকার লোভে আমি যে অন্যায় করেছি, তার ফল আজ হাতে হাতে পাচ্ছি। প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে, কিন্তু তার আগে—

ডাক্তার। তার আগে কী ?

মীনা। তার আগে আমার এই পথের কাঁটাকে তোমার হাতে দিয়ে যেতে চাই। আমার মেয়েকে তুমি নাও।

ডাক্তার। না—না—তুমি চলে যাও এখান থেকে। কেন নেব আমি তোমার মেয়েকে? তোমাকে দয়া করতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই?

মীনা। বিমুখ হয়োনা। আমি এই মেয়েকে মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু একে মেরে ফেললে পৃথিবীতে একটা মহাপাপের কোন সাক্ষী থাকবে না। তাই একে বাচিয়ে রাখতে হবে। একদিন

তুমি আমাকে ভালবাসতে, আমি জানি আজও তোমার মন থেকে আমি মুছে যাইনি। সেদিন আমার যে কোন অনুরোধ পালন করতে তুমি প্রাণ দিতে পারতে। আজ একটা অনুরোধ রাখো।

ডাক্তার। না, না তোমার কোন অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না! তুমি চলে যাও এখান থেকে।

মীনা। আমার অনুরোধ না রাখলে আমি এখান থেকে যাবো না। আমি এইখানে তোমার চোখের সামনে আত্মহত্যা করবো। তারপর দেখি তুমি আমার মেয়েকে কেমন ক'রে দূরে ঠেলে দাও।

ডাক্তার। কী করবো আমি তোমার মেয়েকে নিয়ে ?

মীনা। একে মানুষ করবে। লেখাপড়া শেখাবে—আর পুরুষ বিদ্বেষী ক'রে তুলবে। প্রেম যেন এর জীবনে কোনদিন না আসে, কোনদিন যেন এই মেয়ে কাঙালের মত পুরুষের কাছে ভালবাসা ভিক্ষে না করে।

ডাক্তার। না—না, এ কাজ আমি পারবো না মীনা। আমাকে কেন তুমি এই ভার দিয়ে যাচ্ছো, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ কতক্ষণ যুঝ্‌তে পারে ?

মীনা। সে যোগ্যতা তোমার আছে। আর যে শয়তান আমাকে আজ এইভাবে পথের ভিখিরী করেছে, তার এই হীন কাজের জন্য তাকে সমুচিত শাস্তি দেবার ভার তোমাকে নিতেই হবে।

ডাক্তার। আমি পারবো না, মীনা আমি পারবো না।

মীনা। পারতেই হবে। নাও!

ডাক্তার। মীনা।

মীনা। আমার এই শেষ অনুরোধ তুমি রাখবেনা ?

ডাক্তার। শেষ অনুরোধ !

মীনা। হ্যাঁ, জীবনে আর কোনদিন তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।

[ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন, মীনা অপলক চোখে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল]

ডাক্তার। বেশ ! তোমার শেষ অনুরোধ আমি রাখবো। দাও তোমার মেয়েকে ! দাও !

[ঘুমের ঘোরে ডাক্তার দুই হাত বাড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং মীনার মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। ডাক্তার চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তারপর উঠিয়া চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে করিতে একটি সিগারেট ধরাইলেন এবং মাঝে মাঝে কাঁচের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তারপর মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে অডিটোরিয়ামের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন প্রবেশ করিল রাজেন]

রাজেন। স্যার ! বেলা হয়ে গেছে, স্যার।

ডাক্তার। তাইত দেখছি বেলা হয়ে গেছে।

রাজেন। ওয়েটিং রুমে বহু পেশেণ্ট বসে রয়েচে, স্যার।

ডাক্তার। ফলাও কারবার চলেছে, না হে রাজেন ?

রাজেন। আপনার হাতযশ, স্যার।

ডাক্তার। রাত তিনটায় কল সেরে ফিরে এই একটুখানি বসতেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম

রাজেন। সেই abdominal abcessএর caseটা টেব্‌লে তোলা হয়েচে।

ডাক্তার। এই গ্যাখো মনেই ছিল না। আজই তার অপারেশন করতে হ'বে—Very serious case, চল, চল, We mustniot lose a moment.

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া]

ডাক্তার। রাজেন!

রাজেন। স্থার।

ডাক্তার। Patientএর আত্মীয়দের এই ঘরে এসে বসতে বল।

রাজেন। Yes Sir!

[দুজন দুদিকে চলিয়া গেল। পিছনে আলো জ্বলিল। ছায়া মূর্ত্তি সব দেখা যাইতে লাগিল। রাজেন, শিবেন আর তার বন্ধুকে লইয়া প্রবেশ করিল]

রাজেন। আপনারা এইখানে বসুন। এখান থেকে কিছু কিছু দেখতে পেয়ে রাজেন বুঝতে পারল।

ডাক্তার। (অন্য ঘর হইতে) রাজেন!

রাজেন। Yes, Sir.

[বলিয়া সে চলিয়া গেল—পেছনে কাঁচের উপর কূর্ণ চাঞ্চল্যের ছায়া ছবি নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ তীব্র আর্ত্তনাদ]

শিবেন। আমি কি করবো কালি, আমার যে বড় ভয় করছে।

কালী। এ সময় একটু ভয় করেই। আপনি অস্থির হবেন না—শিবেনদা, স্থির হ'য়ে বসুন!

শিবেন। কিন্তু আমি স্থির হই কী ক'রে? কী রকম চেঁচাচ্ছিল—শুনলিতো?

কালী। বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টা যন্ত্রণায় চেঁচানোর চাইতে এ অনেক ভাল। অপারেশন হ'য়ে গেলেই উনি সুস্থ হ'য়ে উঠবেন।

শিবেন। কিন্তু যদি সুস্থ না হয়! যদি—

কালী। ডক্টর নাগ যখন অপারেশন করছেন—তখন নিশ্চয় সুস্থ হ'য়ে উঠবেন। ভগবানকে ডাকুন।

শিবেন। তাই ডাকি, ভগবানকেই ডাকি।

[সকলে চুপ করিয়া গেল, অপারেশন শেষ হইয়া গেল। একটু পরে সম্মুখের আলো জ্বলিয়া উঠিল। আরও একটু পরে একজন নার্স বাহির হইয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর নাগ ঠেলা দরজা দিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সৌম্য,সুদর্শন, বলিষ্ঠ ভদ্রলোক। মুখের দিকে চাহিলেই শ্রদ্ধা জাগে। চমৎকার একটি কালো সুট তাঁহার পরণে, হাতের দস্তানা খুলিতে খুলিতে তিনি সোফায় উপবিষ্ট শিবেন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন]

ডাক্তার। আমি দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি মিঃ মুখার্জ্জী যে আপনার স্ত্রী মারা গেছেন।

[শিবেন বাবু ডক্টর নাগের কথাটা যেন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। কাছে আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন]

শিবেন। কী—কী বললেন? আমি—আমি বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার। আপনার স্ত্রী মারা গেছেন।

শিবেন। মারা গেছেন?

ডাক্তার। হ্যাঁ। হার্ট এত উইক, যে ক্লোরোফর্ম ষ্ট্যাণ্ড করতে পারলেন না। এ্যাবডোমিনাল এ্যাবসেসে এরকম ঘটনা আমি

আরও দেখেছি। anyhow আপনি আপনার স্ত্রীর dead body নিয়ে যেতে পারেন। রাজেন—

নেপথ্যে রাজেন। Yes Sir.

[ভিতর হইতে ডক্টর নাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রাজেন আসিয়া দাঁড়াইতেই ডক্টর নাগ তাহাকে ইশারা করিলেন। রাজেন চলিয়া গেল। শিবেনবাবু বিমূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিলেন। কালী আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল]

কালী। শিবেন দা, আপনি এ সময় অধীর হলে চলবে না। বৌদির Dead bodyর সম্বন্ধেও আমাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে।

শিবেন। Dead body—নীলিমার dead body নিয়ে আমি কী করবো? আমার চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার যাবার অপেক্ষায় দরজার কাছে বসে আছে, তাদের গিয়ে আমি কী বলবো?

[রাজেন দুই জন লোক সঙ্গে লইয়া অপারেশন রুমের মধ্যে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই সেই দুই জন লোক ষ্ট্রেচারে করিয়া আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা নীলিমার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল]

কালী। শিবেনদা, চলুন আমরা যাই!

শিবেন। কোথায় যাব? নীলিমার dead body নিয়ে আমি কী করবো কালী? (কাঁদিয়া উঠিল) ও এখানে আসতে চায়নি—আমিই ওকে জোর করে নিয়ে এসেছিলাম আমি ছেলেমেয়েদের গিয়ে কী বলবো কালী? তাদের আমি কী বলবো?

ডাক্তার। কান্নাকাটির ব্যাপারটা শ্মশানে গিয়ে সারুন, মিঃ মুখার্জ্জী। এখানে ও জিনিষ মানায় না, আর তাছাড়া কেউ এ্যাপ্রিসিয়েট করবে না।

কালী। ক্ষমা করবেন ডাক্তারবাবু, আপনি ব্যাচিলার, আপনার বোধ হয় তিনকূলে কেউ কোথাও নেই। নইলে এত বড় কঠিন কথা বলতে পারতেন না।

ডাক্তার। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

কালী। চলে এস শিবেনদা! He is a heartless brute.

ডাক্তার। য়্যাঁ?

কালী। You are a brute!

ডাক্তার। আঃ! (উভয়ে চলিয়া গেল)

রাজেন। শরীরটা কি খারাপ হোলো স্যর।

ডাক্তার। কে রাজেন?

রাজেন। হ্যাঁ, স্যার।

ডাক্তার। আমার দিকে চেয়ে ঢ্যাখত। মানুষ বলে বুঝি আর চেনাই যায় না। সারা মুখে পশুত্বের ছাপ? কেমন?

রাজেন। আপনি কি বলছেন স্যর?

ডাক্তার। Rot! All Rot! যাও, তুমি ভেতরে যাও। আমার কিছু হয়নি। কিছু হতে আমি দেবনা।

[ডাক্তার আবার হাসিয়া উঠিলেন। শিবেন ও কালী চলিয়া গেল। ডাক্তার অন্যান্য সমাগত লোকগুলির দিকে চাহিয়া বলিলেন]

ডাক্তার। Now gentlemen, I am at your Service.

[১ম রোগী অগ্রসর হইয়া ডাক্তারের টেবিলের কাছে আসিল। তাঁহার গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাফলার, পায়ে ষ্টকিং, সু, অর্থাৎ প্রচণ্ড শীতের সব কিছু উপকরণ তাঁহার গায়ে। বয়স প্রায়, পঁয়ষট্টী বৎসর]

ডাক্তার। কী ব্যাপার বলুনতো?

১ম রোগী। আমি ভাল নেই।

ডাক্তার। সেতো বটেই। নইলে ডাক্তারের কাছে এসেছেন কেন? অসুখটা কী তাই বলুন।

১ম রোগী। অসুখটা যে কী সেইটিই আমি ধরতে পারছিনে। দু একদিন ধরি ধরি করেও ফস্কে গেল। আমার মনে হয়—অসুখটা হ'ল আমার নাইন্‌টি নাইন্‌।

ডাক্তার। নাইনটি নাইন! এ নামের কোন অসুখ আমি জানি বলেতো মনে হচ্ছে না।

১ম রোগী। আমারও মনে হয়নি। কিন্তু বারো বচ্ছর বয়স থেকে বাষট্টি বচ্ছর অবধি রোজ, যদি একটা লোকের টেম্পারেচার নাইনটি নাইন থাকে—তবে সে কী ক'রে বলুনতো?

ডাক্তার। বারো বছর থেকে বাষট্টি বছর পর্য্যন্ত? এ অবস্থায় আত্মহত্যা করা যেতে পারে।

১ম রোগী। পারে তো? কিন্তু আমি তা করিনি। কারণ আমি রিটায়ার্ড সাবজজ। আত্মহত্যা করা আমাকে মানায় না। গবর্ণমেণ্টের ঘরে আমার বদনাম হ'য়ে যাবে।

ডাক্তার। হুঁ। আর কোন troubles?

১ম রোগী। আছে। Pulseএর বিট্ এই বারো বছর থেকে বাষট্টি বছরের

মধ্যে কিছুতেই আশী থেকে পঁচাশি করা গেল না, সেই বিরানব্বুই হয়ে রইল।

ডাক্তার। সাংঘাতিক অসুখ আপনার। এ রোগে মানুষ প্রায়ই মারা যায়।

১ম রোগী। মারা যায়?

ডাক্তার। হ্যাঁ, মারা যায়। তবে চিকিৎসা করলে শতকরা একটা দুটো বেঁচেও যেতে পারে।

১ম রোগী। তবে আমার কী হবে ডাক্তার বাবু—সংসারে যে আমার এখনও অনেক কাজ।

ডাক্তার। তাই ভাবছি। আপনি র‍্যাপার গায়ে দেননি কেন?

১ম রোগী। মানে—এই ভাদ্র মাসটায় বড্ড গরম কিনা—তাই—

ডাক্তার। না না, শীত গ্রীষ্ম আপনার জন্য নয়। এই ভাদ্র মাসেও ঠাণ্ডা লেগে যে কোন মুহূর্ত্তে আপনার ডবল নিউমোনিয়া হ'তে পারে!

১ম রোগী। কী সর্ব্বনাশ! তা'হলে আমি কী করবো?

ডাক্তার। চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকবেন—খাওয়া দাওয়া করবেন—আর ঘুমোবেন। বালীগঞ্জে কোন্ জায়গাটায় আপনার বাড়ী?

১ম রোগা। বালীগঞ্জে তো আমার বাড়ী নয়—আমার বাড়ী নারকেল-ডাঙ্গায়।

ডাক্তার। ঠিক এইজন্যে আপনার রোগ সারছে না। পত্রপাঠ বালীগঞ্জে একখানা বাড়ী ক'রে ফেলুন। ওখানকার হাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

১ম রোগী। আচ্ছা।

ডাক্তার। আপনার ওষুধ তৈরী করতে সময় লাগবে। কালকে লোক পাঠিয়ে দেবেন—নিয়ে যাবে। খাচ্ছেন কি ?

১ম রোগী। প্রায় কিছুই না। খাওয়া গেছে বলেই তো আমার আরও ভয় ডাক্তার বাবু! সকালে খাই খান আষ্টেক টোষ্ট, চারটে ডিম আর তিন কাপ চা। দুপুরে ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী, বিকেলে কিছু ফলমূল, আর রাত্তিরে খান বাইশ রুটি আধসের মাংস দিয়ে—এই।

ডাক্তার। প্রায় অনাহারে থাকেন বল্লেই হয়। রুটিটাকে বাইশ থেকে বিয়াল্লিশ করতে পারেন না ?

১ম রোগী। আপনি ভরসা দিলেই পারি।

ডাক্তার। তাই করবেন, আর কালকে লোক পাঠিয়ে দেবেন, ওষুধ নিয়ে যাবে। সকালে উঠেই খালি পেটে এক দাগ ক'রে খাবেন।

১ম রোগী। আজ্ঞে আচ্ছা। আপনার ফিটা ?

ডাক্তার। বত্রিশ টাকা, আর ওষুধের দাম পাঁচ টাকা।

১ম রোগী। শুনেছি আপনি মহৎ লোক।

ডাক্তার। ঠিকই শুনেছেন। নিজে মহৎ বলেইত আপনাদের মত বৃহৎ লোকের চিকিৎসা করতে পারি।

১ম রোগী। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই।

[পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দিল]

১ম রোগী। নমস্কার।

ডাক্তার। নমস্কার।

[সাবজজ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ডক্টর নাগ পশ্চাতে দণ্ডায়মান রাজেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন]

ডাক্তার। আজ রাত্তিরে খানিকটা হরতকী আমলা আর বয়ড়া সেদ্ধ ক'রে রেখো, কাল ওঁর লোক এলে সিরাপ মিশিয়ে দিয়ে দিও।

রাজেন। আজ্ঞে আচ্ছা।

ডাক্তার। আপনার কী ?

[একটি তরুণ যুবক আগাইয়া আসিল। চুলগুলি বড় বড়, গায়ে ব্লাউজ, পরণে শান্তিপুরী চওড়া শাড়ী, ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টিক, গালে রুজ, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। গায়ে চাদর। কালু তাহাকে দেখিয়া হাসি সম্বরণ করিবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ডক্টর নাগও বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দমন করিয়া বলিলেন]

ডাক্তার। কী হয়েছে ?

তরুণ। তাই জানতেই তো আপনার কাছে আসা।

ডাক্তার। সিম্পটমস বলুন।

তরুণ। সিম্পটমস !

[আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল]

ডাক্তার। কী নাম আপনার ?

তরুণ। বিলোল বটব্যাল।

ডাক্তার। কত বয়স ?

তরুণ। বয়স জিজ্ঞেস করছেন—এতে আমাকে অপমান করা হলনা ?

ডাক্তার। ডাক্তারে বয়স জিজ্ঞেস করলে অপমান হয়না। তাছাড়া মেয়েদের বয়স জিগ্যেস করা অন্যায়—আপনি কি মেয়ে ?

তরুণ। হায় ! যদি হতে পারতাম !

ডাক্তার। পোষাকপত্রে অনেক অনেকটাইতো manage করেছেন, দেখছি। এরকম পোষাক পরেছেন কেন ?

তরুণ। আমি প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতির উপাসনা করতে গেলে ঠিক তারই মত হয়ে যেতে হবে। হাবে—ভাবে—আচারে—ব্যবহারে—পরণে—বলনে—চলনে কোনখানেই কোন খুঁৎ থাকলে চলবে না। জগতে নারীই হ'ল সেই প্রকৃতি।

ডাক্তার। বুঝতে পেরেছি।

তরুণ। এই সাধনা করতে গিয়ে আমাকে কি কম লাঞ্ছনা বরণ করতে হচ্ছে। পরশু দিন সন্ধ্যে বেলায় পুলিশে ধরে নিয়ে গেল—কাল এই রাস্তা দিয়ে আপনার কাছেই আস্‌ছিলাম, একটা বাড়ী থেকে একজন ঝি আনাজের খোসাশুদ্ধ এক বালতি জল গায়ে ঢেলে দিয়ে চলে গেল। রাগটা খুবই হয়েছিল—কিন্তু দমন করলাম।

ডাক্তার! কেন?

তরুণ। ঝি যে প্রকৃতি। আমার তপস্যা বুদ্ধদেব কিংবা যিশুখৃষ্টের চাইতে কোন অংশে কম নয়। বুঝলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। যাক্—এবার আপনার অসুখের কথা বলুন। আমায় আবার কাল বেরোতে হবে।

তরুণ। আমার প্রধান রোগ হ'ল কান্না পাওয়া। আকাশে চাঁদ উঠলে আমার কান্না পায়, বাতাসে গাছ নড়লে আমার কান্না পায়, বৃষ্টি হলে আমার কান্না পায়, সেদিন দুটো কুকুরে আমাকে তাড়া করেছিল—তাতেও আমার কান্না পেয়েছিল।

ডাক্তার। বলেন কি!

তরুণ। হ্যাঁ। শুনলে হয়ত দুঃখিত হবেন, এই যে আপনাকে দেখছি—এতেও আমার কান্না পাচ্ছে।

ডাক্তার। আমারও তাই।

তরুণ। আজ্ঞে ?

ডাক্তার। না, কিছু না। বলছি—আর কিছু আছে ?

তরুণ। আজ্ঞে না।

ডাক্তার। কী খেতে ভালবাসেন ?

তরুণ। ঘোল।

ডাক্তার। ঘোল খেতে ভালবাসেন—সে আপনার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

তরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[বোকার মত হাসিল]

ডাক্তার। বিয়ে করেছেন ?

তরুণ। না।

ডাক্তার। সেইটে করুন না।

তরুণ। মেয়ে ছেলেকে ? না—আমার লজ্জা করে।

ডাক্তার। ও! আপনি ঠিকানা ভুল করেছেন বিলোল বাবু। এটা ডাক্তারখানা, পাগলা গারদ নয়। রাঁচীর নাম শুনেছেন ?

তরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাক্তার। সেইখানে যান। সেখানকার পাগলা গারদের ডাক্তারকে একবার দেখান গে। এ সব সাংঘাতিক রোগ—এখানে সারবার নয়।

তরুণ। রোগটা তা'হলে সাংঘাতিক বলছেন ?

ডাক্তার। ভয়ানক সাংঘাতিক। এখন শুধু কান্না পাচ্ছে, কিছুদিন গেলে দেখবেন হাসিও পাচ্ছে, কান্নাও পাচ্ছে।

তরুণ। তা'হলে আর দেরী করা উচিত নয়—কি বলুন ?

ডাক্তার। মোটেই না।

তরুণ। তাহলে রাঁচী যাবারই ব্যবস্থা করি। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার এক বন্ধুও আমাকে রাঁচী যেতে বলেছিল। আপনার এখানে টাইম টেবল আছে ?

ডাক্তার। আছে।

তরুণ। দিন্‌না একবার দয়া ক'রে। (টাইম টেবল দেখিয়া) ৫—২৩এ ট্রেন। নিন্ আপনার বত্রিশ টাকা।

ডাক্তার। Thanks.

তরুণ। Thanks বললে হবে না! আরও একটু কাজ আছে যে!

ডাক্তার। বলুন—বলুন!

তরুণ। আমার গাড়ী ভাড়াটাও ওরই মধ্যে রয়েছে যে! যদি দয়া ক'রে—কী যে বলবো, বলতে গেলেই আমার কান্না পাচ্ছে।

ডাক্তার। With pleasusres. ষোলটা টাকা দিচ্ছি।

তরুণ। হ্যা ওতেই ইণ্টার হবে। নমস্কার।

[প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন একটি বর্ষিয়সী মহিলা। বেশভূষা আধুনিক, নাকের নীচে গোঁফের রেখা বিদ্যমান। তিনি বিলোলকে দেখিয়া নাক কুঁচকাইয়া বলিলেন]

মহিলা। ন্যুসেন্স্! ঘরে ঢোকবার মুখেই অযাত্রা!

[তরুণ বিনীতভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিল]

তরুণ। আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন আমার যেন প্রকৃতি লাভ হয়।

মহিলা। আ গেল যা! পাগল নাকি!

ডাক্তার। না, উনি প্রকৃতিপন্থী। বিলোল বাবু আপনি এবার আসুন।

তরুণ। আচ্ছা।

[তরুণ চলিয়া যাইতেই মহিলাটি অগ্রসর হইয়া ডাক্তারকে নমস্কার করিলেন। ডাক্তার প্রতি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন]

মহিলা। আমি আপনার কাছে কয়েকটী কথা জানবার জন্যে এসেছি। আপনি মনস্তত্ত্ববিদ—তাই—

ডাক্তার। বলুন।

মহিলা। আমার নাম মিস মহেশ্বরী খাস্তগীর।

ডাক্তার। কী বল্লেন—কুস্তীগীর ?

মহিলা। আজ্ঞে না, খাস্তগীর।

ডাক্তার। ওঃ—

খাস্তগীর। আমি এখানকার জয়-জয়ন্তী গীত মন্দিরের সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী।

ডাক্তার। আপনি গান করেন !

খাস্তগীর। করি না। শেখাই।

ডাক্তার। ও !

খাস্তগীর। আমার একটা অসুখ করেছে বলে আমার বিশ্বাস। মানে আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, আমার সঙ্গে কেউ লভে পড়বে।

ডাক্তার। আপনার সঙ্গে ?

খাস্তগীর। হ্যাঁ,—এই ভয়ে আমি ভাল করে খেতে পারিনে, ঘুমোতে পারিনে। তাই আপনার কাছে আসা। যদি এর কোন চিকিৎসা থাকে—

ডাক্তার। কিছু মনে করবেন না মিস্ খাস্তগীর, এবার কিন্তু আপনার বয়সটা আমার জানবার দরকার হবে।

খাস্তগীর। Of course, with pleasure. আমার বয়স হ'ল—এই—আচ্ছা আপনার কত মনে হয়?

ডাক্তার। আপনাকে দেখে মনে হয় আটচল্লিশ—উনপঞ্চাশ।

খাস্তগীর। এ সব বাজে কথা কেন কইছেন? আমার অসুখের কথা বলুন।

ডাক্তার। হ্যাঁ, আপনি একমাস ধরে রোজ একঘণ্টা ক'রে মোহমুদ্গর পড়ুন।

খাস্তগীর। মোহমুদ্গর!

ডাক্তার। হ্যাঁ শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর।

খাস্তগীর। নভেল পড়ে কী সুবিধে হবে?

ডাক্তার। অনেক সুবিধা হবে। তাছাড়া ওটা নভেল নয়, ওষুধ। মোহমুদ্গর হ'ল ত্রিদোষনাশক। আর আপনার বায়ু পিত্ত কফ তিনটেই কুপিত হয়েছে।

খাস্তগীর। কুপিত হয়েছে মানে?

ডাক্তার। মানে রাগ করেছে। মোহমুদ্গর পড়ে তাদের ঠাণ্ডা করুন। ঠাণ্ডা ক'রে একমাস পরে আসবেন।

খাস্তগীর। আচ্ছা, আমি তাহলে একমাস পরে আসবো।

ডাক্তার। তা যদি আসতে পারেন আপনার আর চিকিৎসার দরকার হবে না। আচ্ছা, নমস্কার।

খাস্তগীর। নমস্কার। কী যে হয়েছে—ছেলেগুলোকে দেখলেই ভয় হয়—লভে পড়্‌ল বুঝি। আজকালকার ছেলেদের চাউনিই হয়েছে

খারাপ, চাইলেই গায়ের মধ্যে শির্ শির্ শির্ শির্ করে। বয়সটা কম, তাই ভয়—নইলে আর ভয়টা কিসের? আচ্ছা তা'হলে আসি—নমস্কার!

[খাস্তগীর চলিয়া যাইতেই ডাক্তার নাগ উঠিয়া পড়িলেন। তারপর রাজেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন]

ডাক্তার। রাজেন, আমার গাড়ী বার করতে বলো, আর যদি এর মধ্যে কেউ আসে তবে বসতে বোলো আমি আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যেই ফিরবো।

রাজেন। আজ্ঞে আচ্ছা।

[রাজেন চলিয়া গেলে ডাক্তার নাগ ড্রয়ার হইতে কিছু কাগজপত্র বাহির করিয়া পকেটে রাখিলেন। এমন সময় দরোয়ান কতকগুলি চিঠিপত্র দিয়া গেল। এক এক করিয়া সেগুলি দেখিতে লাগিলেন। একখানা চিঠি ছিঁড়িয়া নিজের মনেই বলিলেন]

ডাক্তার। জমীদার হরিহর চৌধুরী। তাইত! রাজেন!

[রাজেন আসিয়া দাঁড়াইল]

ডাক্তার। একটি ভদ্রলোক আসছেন আজ। জমীদার মানুষ। স্বভাবতঃই আরামপ্রিয়। আমার ফিরতে দেরী হ'লে তাঁর আরামের যেন ত্রুটি না হয়। আর বিরামকুঞ্জ থেকে যদি মিস চ্যাটার্জ্জী আসেন তাঁকে বোলো—আমি বিকেলে সেখানে যাব। আর যদি তাঁর urgent কোন্ বক্তব্য থাকে, তবে যেন লিখে রেখে যান। কেমন?

রাজেন। আচ্ছা।

ডাক্তার। গাড়ীতে ব্যাগ দিয়েছো?

রাজেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[ডাক্তার বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময় সম্মুখ দিয়া প্রবেশ করিল শিখা। সুন্দরী, বয়স আন্দাজ চব্বিশ। সব সময়েই ঠোঁটের কোণে একটি সূক্ষ্ম হাসি লাগিয়া আছে]

ডাক্তার। এস এস শিখা এস। "অগ্নিশিখা, এস এস, আনো আনো আলো।"

শিখা। আমি কি অগ্নিশিখা?

ডাক্তার। সেণ্ট-পারসেণ্ট।

শিখা। তাই নাকি? ডাক্তারের রসবোধ ভাল নয়।

ডাক্তার। মিথ্যে কথা। পৃথিবীতে ডাক্তারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসিক। কিন্তু বন্ধু, আমাকে বেরুতে দেখেই কি তুমি এলে?

শিখা। ঠিক উল্টো। আমাকে আসতে দেখেই আপনি বেরুচ্ছেন।

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই। কিন্তু কী করবো বলতো? আজকের মত বেরুনটা বন্ধ করে দেব?

শিখা। ক্ষতি হবেনা?

ডাক্তার। সে ক্ষতি নিতান্তই আর্থিক। কিন্তু আমার পরমার্থিক পাওনাটা?

শিখা। রোজই পেতে হবে বুঝি? বেশ। (শিখার গান) যান, রোগী দেখে আসুন। আমি আছি।

ডাক্তার। তুমি থাকবে।

শিখা। হুঁ।

ডাক্তার। তাহ'লে যদি একটা কাজ কর শিখা; একজন মাননীয় অতিথি আসছেন এখানে। হরিহর চৌধুরী—

শিখা। জমীদার হরিহর চৌধুরী?

ডাক্তার। হ্যাঁ, তুমি কী ক'রে জানলে?

শিখা। আপনিই একদিন বলেছিলেন।

ডাক্তার। বলেছিলাম নাকি? তা হবে। এখন ব্যাপার হচ্ছে তিনি আসছেন, অথচ আমার কুক্‌টার কাল থেকে বড্ড জ্বর হয়েছে, তাই—

শিখা। তাই কুকের কাজটা করে দিতে হবে। এই কথাতো? কিন্তু আমার হাতের রান্না তিনি খাবেন কি?

ডাক্তার। সেও একটা সমস্যা বটে। আচ্ছা এক কাজ করো, রান্না শেষ হ'য়ে গেলে সমস্ত খাদ্যের মধ্যেই কিঞ্চিৎ গোময় গোমূত্র প্রক্ষেপ ক'রে দিও।

[শিখা হাসিয়া উঠিল। ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন। শিখা রাজেনকে ডাকিল]

শিখা। রাজেন বাবু! (রাজেন প্রবেশ করিল)।

রাজেন। বলুন!

শিখা। আনাজপত্রগুলো কোথায় কী আছে একবার দেখিয়ে দেবেন চলুন।

রাজেন। আসুন।

শিখা। আর একবার বাজারেও আপনাকে যেতে হবে। মানে—একজন অতিথি আসছেন—

রাজেন। যাচ্ছি। কী কী আনতে হবে বলে দিন।

শিখা। তাও আমাকে বলে দিতে হবে? আচ্ছা চলুন!

[শিখা ও রাজেন চলিয়া গেল। একটু পরেই সে ঘরে প্রবেশ করিল সোমেন। তাহার মুখ শুষ্ক, চুলগুলি এলোমেলো। সে আসিয়া ঘরে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া একটি চেয়ারে বসিল। তারপর কি ভাবিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তারের ড্রয়ার ইত্যাদি খুঁজিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল টেবিলের উপর। সে একখানি খাম তুলিয়া তাহার ভিতর হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িল, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলিল]

সোমেন। বাবা আসছেন! ডক্টর নাগের সঙ্গে বাবার দেখছি পরিচয় রয়েচে! কী সর্ব্বনাশ।

[বাহির হইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই সম্মুখ দিয়া নিধিরাম প্রবেশ করিল, সে ঘরে ঢুকিয়া সোমেনকে দেখিয়া পিছনের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল]

নিধিরাম। ছোট মা! এই যে ছোটবাবু!

[সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল লীলা। সে একবার সোমেনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল]

সোমেন। লীলা তুমি এখানে?

লীলা। তোমার পায়ে পড়ি—তুমি বাড়ী চল!

সোমেন। কী মুস্কিল, পা ছাড়ো।

লীলা। না, আগে তুমি বলো—বাড়ী যাবে।

সোমের। সে কথা পরে হচ্ছে। আগে পা ছাড়।

[পা ছাড়িয়া দিয়া লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছিল]

সোমেন। এইবার বল কেন এসেছ ?

লীলা। আমি বাপের বাড়ী যাবার নাম ক'রে নিধিরামকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছি। তুমি আজ দেড় মাসের ওপর বাড়ী যাওনি। আট দশখানা চিঠি দিয়েও তার উত্তর পেলাম না। এ অবস্থায় আমি কী ক'রে সেখানে থাকতে পারি—বল !

সোমেন। কেন, এখানে কি আমি বিনা কাজে থাকি ?

লীলা। কাজ থাকবেনা কেন ? কিন্তু এখনতো তোমার ছুটি, দেড় মাস ধরে তুমি কী কাজ করছো ? আর কাজই যদি করছো ত'বে চিঠির উত্তর দিচ্ছোনা কেন ?

সোমেন। সময় নেই।

লীলা। এতই কি কাজ যে দু'লাইন চিঠি লেখবারও সময় নেই ?

সোমেন। তুমি ডক্টর নাগের ঠিকানা জানলে কেমন ক'রে ?

লীলা। বাবার কাছে পেয়েছি। তিনিও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

সোমেন। তোমাদের চিন্তার সঙ্গে ডক্টর নাগের যোগসূত্র কোথায় বলতে পার ?

লীলা। না।

সোমেন। তবুও আমার জন্যে চিন্তিত হয়ে তুমি ছুটে আসছ ডক্টর নাগের কাছে, বাবাও আসচেন।

লীলা। বাবা !

সোমের। হ্যাঁ, এই দেখ তাঁর চিঠি।

লীলা। তাইত ! বাবাইত আসছেন।

সোমেন। এইবার বলত ডক্টর নাগের কাছে আমার খোঁজ পাওয়া যাবে এ ধারণা তোমাদের কী করে হোলো ?

লীলা। শুনে তুমি রাগ করবে।

সোমেন। তোমার প্রতি আমার অনুরাগের এতই অভাব যে তোমার ওপর রাগ করবারও কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে।

লীলা। সবাই বলে ঝুলনে যে মেয়েটি কীর্ত্তন গেয়েছিল...

সোমেন। কেয়া···কেয়া তার নাম।

লীলা। হ্যাঁ। সেই কেয়ার কুহকেই তুমি মজেছ। ডক্টর নাগ সেই কেয়ার খবর রাখেন।

সোমেন। তাই তুমি এলে, আর বাবাও আসছেন এই ডক্টর নাগের কাছে।

লীলা। হ্যাঁ।

সোমেন। বুঝলাম। এখন পত্রপাঠ বিদায় হওতো।

লীলা। তুমিও চল।

সোমেন। না, আমি যাবনা। আমাকে তুমি ভুলে যাও।

লীলা। একথা কেন বলছো ?

সোমেন। বাধ্য হ'য়ে বলতে হচ্ছে। আমি অন্য একটি মেয়েকে ভাল বেসেছি, তাকেই বিয়ে করবো।

লীলা। অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসেছো ! তাকেই বিয়ে করবে !

সোমেন। এক কথা কতবার তোমাকে বলতে হবে ?

লীলা। বিয়ে আমাকেও করেছিলে—আমার কি হবে বল।

সোমেন। তুমি যেমন আছ তেমনই থাকবে।

লীলা। তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে বেঁচে থাকব ?

সোমেন। বিধবারা যেমন করে বেঁচে থাকে।

লীলা। না, না, অমন কথা বলোনা।

[হাত চাপিয়া ধরিল]

লীলা। চল, আমার সঙ্গে।

সোমেন। আঃ! কেন বিরক্ত করছো?

[চলিয়া গেল]

লীলা। নিধিরাম—ওকে ধরো! দেখছোনা ও পাগল হ'য়ে গেছে—ওকে ফেরাও।

[নিধিরাম ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। লীলা সোফায় মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল শিখা। সে এই তরুণীকে একাকী ঘরে কাঁদিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল]

শিখা। তুমি কে ভাই?

[লীলা মাথা তুলিয়া চাহিল তারপর মৃদু স্বরে কহিল]

লীলা। আমি জমিদার হরিহর চৌধুরীর পুত্রবধূ!

শিখা। জমিদার হরিহর চৌধুরীর পুত্রবধূ! I see! সোমেনের স্ত্রী! এখানে কেন?

লীলা। আমার স্বামীর খোঁজে এসেছিলাম।

শিখা। কেন? তাঁর কি হয়েছে?

লীলা। দেড় মাস ধরে তাঁর কোন চিঠিপত্র পাচ্ছিলামনা, তাই—

শিখা। খোঁজ পেয়েছ?

লীলা। হ্যাঁ। তিনি বললেন, তিনি অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসেছেন, তাই—

শিখা। হুঁ। ভগবান বুড়ো হ'য়ে গেছেন—বুঝেছ ভাই? সৃষ্টির কাজ আর তাঁর দ্বারা চলছে না। ওঁকে এবার পেন্সন দিতে হবে।

লীলা। কিন্তু আমার স্বামী?

শিখা। কারুর স্বামীর সন্ধান ত আমি রাখিনে—নিজের স্বামীই নিখোঁজ রয়েছেন।

লীলা। আমার স্বামী একটু আগে এইখানেই ছিলেন।

শিখা। একটু পরেও এইখানেই আসবেন।

লীলা। আপনি ঠিক জানেন।

শিখা। একবার এখানে যে আসে, ঘুরে ফিরে বার বারই তাকে এখানে আসতে হয়।

লীলা। কেন! কী আছে এখানে?

শিখা। সেই রহস্যই ত ভেদ করতে পারছিনা।

লীলা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনা।

শিখা। আমি যা বলতে চাই, তা সহজে বোঝা যায় না। তোমার মত আমিও একদিন স্বামীর খোঁজেই বেরিয়েছিলাম।

লীলা। পেয়েছেন তাঁকে?

শিখা। কোথায় আর পেলাম?

লীলা। আপনার স্বামীও আপনাকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন?

শিখা। এক একটা ফ্যামিলি থাকে যার স্বামীরা ঘরের চেয়ে বাইরেই বেশী আনন্দ পায়—তুমি আর আমি সেই রকম ফ্যামিলিরই ফিমেল পার্টনার্স, স্বামীর সহধর্ম্মিণী নই। থাক সে সব কথা। স্বামীর সন্ধানে বেরিয়ে দৈবাৎ ডক্টর নাগের দেখা পেলাম,

একবার এলাম এই বাড়ীতে, ব্যস ! আর রক্ষে আছে ? বারবারই আসতে হচ্ছে !

লীলা। আপনার স্বামীর সন্ধান ?

শিখা। মনে হচ্ছে, এইখানে থেকেই পাব। চল ভেতরে যাই।

[উভয়ে চলিয়া যাইতেই ডক্টর নাগ প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়া ডাকিলেন]

ডাক্তার। রাজেন ! (কোন উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিলেন) রাজেন। দরোয়ান !

[দরোয়ান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল]

ডাক্তার। অন্দরমে দেখো রাজেন বাবু হ্যায় কি নেই ?

দারোয়ান। বহোতাচ্ছা হুজুর।

[দরোয়ান চলিয়া গেলে, ডাঃ নাগ একখানি কাগজের প্যাড লইয়া টানিয়া কি যেন লিখিতে লাগিলেন। এমন সময় সোমেন পুনরায় প্রবেশ করিল। ডাঃ নাগ তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন]

ডাক্তার। কী চাই ?

সোমেন। আপনিই কি ডক্টর নাগ ?

ডাক্তার। হ্যাঁ।

সোমেন। দেবীপুরের জমিদার রায় বাহাদুর হরিহর চৌধুরী আপনার বন্ধু ?

ডাক্তার। ঠিক বন্ধু বলা যায় না, তবে বহুপূর্ব্বে পরিচয় ছিল।

সোমেন। আমি তাঁর ছোট ছেলে।

ডাক্তার। Ah ! I have found you at last !

সোমেন। আমি আপনার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা কইতে এসেছি।

ডাক্তার। স্বচ্ছন্দে বলতে পার।

সোমেন। কেয়া বলে কোন মেয়েকে আপনি জানেন ?

[ডাঃ নাগের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি সোমেনের চোখের দিকে চাহিয়া বলিলেন]

ডাক্তার। জানি। আমিই তার Guardian.

সোমেন। আমি তাকে বিবাহ করতে চাই।

ডাক্তার। কি রকম ?

সোমেন। গত ঝুলন পূর্ণিমায় আমাদের বাড়ীতে সে আর তার দল কীর্ত্তন গাইতে গিয়েছিল, তখন থেকেই আমি তাকে ভালবেসেছি। তাকে না পেলে আমি বাঁচবোনা।

ডাক্তার। Then you deserve death !

সোমেন। মানে ?

ডাক্তার। No living man shall marry her.

সোমেন। কেন ?

ডাক্তার। সে বিয়ে করে এমন ইচ্ছে আমার নেই।

সোমেন। বিয়ে করবে সে—আপনি নন। আপনার ইচ্ছেতে কি এসে যায় ?

ডাক্তার। অনেক। More than you can imagine.

সোমেন। তার কিন্তু অমত নেই।

ডাক্তার। কী করে জানলে ?

সোমেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

ডাক্তার। কোথায় ?

সোমেন। বিরাম কুঞ্জে।

ডাক্তার। সেখানে তুমি ঢুকলে কি করে ?

সোমেন। দরোয়ানকে ঘুস দিয়ে।

ডাক্তার। তুমি বিবাহিত ?

সোমেন। হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমার মন যাকে চাইবে, তার কাছ থেকে আমি দূরে থাকতে পারবোনা।

ডাক্তার। হুঁ! শুনে খুসী হওয়া গেল। কিন্তু আরও একটা কথা আছে যে!

সোমেন। বলুন।

ডাক্তার। কেয়াকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম রাস্তার ধারে একটা ডাষ্টবিনের মধ্যে।

সোমেন। তাতেও কিছু আসে যায়না। আপনার কাছ থেকে আমি কেয়াকেই চাইছি, তার জন্ম-বৃত্তান্তে আমার কোন দরকার নেই। আপনি যখন ফুল তোলেন, তখন কি তার শেকড়ের খোঁজ করেন ?

ডাক্তার। এই যে! উপমা দিয়েও কথা বলতে শিখেছ দেখছি। পিতার উপযুক্ত পুত্র বটে। যাক্—কেয়া তোমাকে বলেছে—সে এই বিবাহে রাজী ?

সোমেন। হ্যাঁ।

ডাক্তার। সে তোমাকে ভালবাসে বলে তোমার মনে হয় ?

সোমেন। মনে হয় নয়, আমি জানি সত্যই সে আমাকে ভালবাসে।

ডাক্তার। তাহলে বাধ্ছে কোথায় ?

সোমেন। আপনি মুক্তি না দিলে বিয়ে হয় কি করে ?

ডাক্তার। যদি বলি তাকে মুক্তি দেবার অধিকার আমার নেই।

সোমেন। তাই বলুন।

ডাক্তার। বেশ তাই বল্লাম।

সোমেন। তাহলে আমার কথাও শুনুন।

ডাক্তার। বল।

সোমেন। কেয়াকে ভালোয় ভালোয় মুক্তি দিন—যদি না দেন তাহলে···

ডাক্তার। তাহলে?

সোমেন। পুলিশের সাহায্যে আমি তাকে মুক্ত করব।

ডাক্তার। পুলিশের সাহায্য নিতে চাও—নিয়ো। কিন্তু বাসুকীকে দেখেছ তো?

সোমেন। বাসুকীকে আমি ভয় করি না।

ডাক্তার। You are a brave lad! কিন্তু বাসুকী প্রমাণ করে দেবে যে কেয়া তার বিবাহিতা স্ত্রী।

সোমেন। আপনি বলছেন কি!

ডাক্তার। এইটুকুই বল্লাম, পরে আরো বলব।

সোমেন। না, এখনই বলুন।

ডাক্তার। এখন বড়জোর এইটুকুই বলতে পারি যে মুজ্‌রো ক'রে যারা অর্থোপার্জ্জন করে, অর্থের জন্যই একজন জমিদারের ছেলেকে তারা ভালোবাসাও জানাতে পারে।

সোমেন। কেয়া সে জাতের মেয়ে নয়।

ডাক্তার। কেয়া কোন জাতেরই মেয়ে নয়। যাও, ভাল করে তার খোঁজ খবর নিয়ে আবার দেখা করো। যাও, যাও, এখন আর সময় নষ্ট করোনা। তবে, একটা কথা আমি তোমাকে বলে রাখছি যে—এ সম্বন্ধে আমি তোমার বাবার কাছেও জিগ্যেস করবো।

সোমেন। না।

ডাক্তার। তিনি মত দেবেন না ?

সোমেন। আমার কাছে তাঁর মতামতের কোন দাম নেই। কেননা—কেয়াকে পেলে আমি তাঁর জমিদারি চাইনা।

ডাক্তার। আচ্ছা—তুমি এখন যেতে পার, তিন দিন পরে আমি তোমার এ কথার জবাব দেব।

সোমেন। বেশ, আমি চললাম। কিন্তু একটা আপনাকে বলে যাই, মত আপনাকে দিতেই হবে! যদি না দেন তবে পুলিশের সাহায্যে এই মত আমি আদায় করে নেব।

ডাক্তার। পুলিশ!

সোমেন। হ্যাঁ পুলিশ। একটি প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে আপনি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে আটকে রেখেছেন—এই চার্জ্জ দিয়ে আপনাকে জেল খাটাতে বেশী সময় লাগবে না। চললাম, আমি তিন দিন পরে আসবো।

[উদ্‌ভ্রান্তের মত সোমেন চলিয়া গেল। ডাঃ নাগ ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ গিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন]

ডাক্তার। হ্যালো! সাউথ 1445 !...Is that south 1445 ? মিস্ চ্যাটার্জ্জীকে একবার দাও। আমি ডক্টর নাগ। (ধমকাইয়া) হ্যালো! কে ? মিস্ চ্যাটার্জ্জী! নমস্কার! আপনার বিরুদ্ধে আমার গুরুতর অভিযোগ আছে। বিরামকুঞ্জে বাইরের লোক অবাধে যাতায়াত করছে এ খবর আপনি রাখেন ? হ্যাঁ—

হ্যাঁ কেয়ার কাছে। আপনি তাকে নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর আমার এখানে আসুন। এসম্বন্ধে একটা বিশেষ বোঝাপড়া না করলে ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা—নমস্কার !

[রিসিভার রাখিয়া দিলেন। তারপর একটি সিগারেট ধরাইয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। একটু পরেই সে ঘরে প্রবেশ করিল শিখা]

শিখা। ডক্টর নাগ দেখছি খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেচেন।

ডাক্তার। পরের বোঝা বওয়া যে কত শক্ত কাজ তাই মনে করে বিরক্ত হয়ে উঠেচি। শ্রম আছে, কিন্তু সান্ত্বনা নেই। কত বড় বিড়ম্বনা বলত !

শিখা। কই, কাঁধে বা পিঠে বোঝা ত কিছু দেখছিনে।

ডাক্তার। তুমি জাননা শিখা বাইশ বছর আমাকে অসাধ্য সাধন করতে হচ্ছে। স্নেহ, দয়ামায়া মানুষের স্বাভাবিক সমস্ত কোমল স্বভাব আমাকে পরিহার করে চলতে হচ্ছে। অনুতাপ, গ্লানি, লজ্জা, এক এক সময় আমাকে এম্নি অভিভূত করে ফেলে যে সব ভোলবার জন্য আমি পশু হয়ে থাকতে চাই—বাসুকীর মতো নরপশু।

শিখা। বাসুকীর মায়া মমতার কোন বালাই নেই।

ডাক্তার। কিন্তু আমি ত বাসুকী হয়েই বেঁচে থাকতে পারিনা—আমার যে আজও মোহ রয়েছে, মানুষের ওপর, মানুষের সমাজের ওপর, মানুষের সংসারের ওপর। মানুষ যে আমাকে আজও সম্পূর্ণ পশু হতে দিতে চায়না।

শিখা। খুবই শক্ত প্রব্লেম।

ডাক্তার। খুবই শক্ত বন্ধু। তাই মাঝে মাঝে এমন চঞ্চল হয়ে উঠি যে ইচ্ছে হয় সব কিছু ভেঙে চুরে বেরিয়ে পড়ি।

শিখা। আমি যেমন বেরিয়ে পড়েছি ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, শুধু তফাৎ এই—তুমি বেরিয়েছ তোমার প্রিয়তমের সন্ধানে, আর আমাকে বেরুতে হবে প্রিয়জনের স্মৃতিটুকুও মুছে ফেলতে।

শিখা। আশ্চর্য্য এই যে সেই প্রিয়জনের পরিচয় কখনো পেলামনা।

ডাক্তার। অথচ তারই শেষ অনুরোধে বোঝা তুলে নিয়েচি, প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েচি।

শিখা। প্রতিশোধ।

ডাক্তার। হুঁ্যা বন্ধু প্রতিশোধ। সুযোগ সামে উপস্থিত প্রায়, তাই আমি চঞ্চল, তাই আমার মনে দেব-দানবের এই দ্বন্দ্ব—আমি কর্ত্তব্য স্থির করতে পারছিনা, বুঝতে পারছিনা আমি বাসুকীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকব—না বাসুকীকে একেবারে বিদায় দিয়ে ডাঃ নাগ হয়েই পীড়িতের, ব্যথিতের, আর্ত্তের সেবা করে জীবন সফল করব। বলে দাও, ওগো অমৃতলোকবাসিনী প্রিয়ে, বলে দাও—আমি কি করব !

[ঊর্দ্ধনেত্রে স্থির হইয়া রহিলেন]

শিখা। ডক্টর নাগ !

ডাক্তার। Excuse me, বড্ড বেশী সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়েছি। বাইরে থেকে একটুখানি ঘুরে আসি, তোমাদের অতি পরিচিত ডাঃ নাগকে আবার ফিরে পাবে।

[নাগ চলিয়া গেল। লীলা আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। নাগ চলিয়া গেলে সে কহিল]

লীলা। উনিই বুঝি ডাঃ নাগ ?

শিখা! হ্যাঁ।

লীলা। আমি তাঁর বন্ধুর পুত্রবধূ, সে কথা শুনেও তো আমাকে বিশেষ কিছু বললেন না!

শিখা। কী একটা ব্যাপার হয়েচে। আজকের মত অন্যমনস্ক ওঁকে আমি কোন দিন দেখিনি। অথচ বাড়ী থেকে বেরোবার সময়ও এমনভাব ছিলনা। বোসো।

[লীলা বসিল। শিখা না বসিয়া টেবিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। লীলা চারদিক দেখিয়া বলিল]

ও ঘরটা কিসের ?

শিখা। অপারেশন রুম।

লীলা। ও! ওখানে বুঝি মরা মানুষ কাটে ?

শিখা। না। কাটে জ্যান্ত মানুষই। কাটতে কাটতে অনেক সময় সেগুলো মরা মানুষে দাঁড়িয়ে যায়।

লীলা। কী ভয়ানক! ভয় করেনা ?

শিখা। কী জানি! করে বোধ হয়, কিন্তু ডাক্তাররা সে কথা প্রকাশ করেনা। সে যাক্—তোমার কথা বলো।

লীলা। আপনি আমার দিদি। আমায় বলে দিন, এ বিপদে আমি কী করবো।

শিখা। যে মেয়েটিকে তোমার স্বামী ভালবাসেন, তার নাম কি তুমি জান ?

লীলা। কেয়া।

শিখা। কে—য়া! তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে ছিল—তার নাম হেনা ?

লীলা। হ্যাঁ ঠিক—ঠিক। আপনি কি করে জানলেন ?

শিখা। আমি জানি। তবে প্রেমে পড়ে নয়—দায়ে পড়ে।

লীলা। তা'হলে আপনি আমায় বাঁচান। আপনি কেয়াকে সব কথা খুলে বলে আমার স্বামীকে তার হাত থেকে উদ্ধার করুন।

শিখা। উঁহু। ও কাজ আমার দ্বারা হবে না, কাজটা করতে হবে তোমাকে।

লীলা। আমাকে!

শিখা। তোমাকে। আমি জানি কেয়া খুব ভাল মেয়ে। তুমি নিজে গিয়ে তাকে যদি সব কথা খুলে বলো, তা'হলে নিশ্চয় সে তোমার স্বামীকে বিয়ে করতে রাজী হবেনা।

লীলা। বেশ, আপনি ব্যবস্থা ক'রে দিন। আমি যাব। কিন্তু আমিতো তার বাড়ী চিনিনা।

শিখা। সে থাকে বিরামকুঞ্জে। কিন্তু এ বাড়ীতে থেকে তোমার কিছুই করা চলবেনা। তোমাকে আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হবে। ভয় নেই, সেখানে আমি আর আমার চাকর ছাড়া আর কেউ থাকে না।

লীলা। না, তার জন্য নয়। বেশ তাই চলুন।

শিখা। একটু অপেক্ষা ক'রে যেতে হবে। তোমার শ্বশুর আজ আসছেন এখানে, তাঁকে না খাইয়ে যেতে পারবোনা।

লীলা। দোহাই আপনার শিখাদি, আপনি তার আগেই আমাকে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। তিনি আমাকে এখানে দেখলে আর রক্ষে থাকবেনা। তিনি জানেন—আমি নিধিরামকে নিয়ে রাণাঘাটে আমার বাপের বাড়ীতে এসেছি।

শিখা। তাই নাকি! তা'হলে চলো. রাজেনের সঙ্গে তোমাকে পাঠিয়ে দিই।

[লীলা ও শিখা চলিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ লীলা থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর শিখার দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

শিখা। কিছু বলবে ?

লীলা। হ্যাঁ। রাগ করবেননা তো ?

শিখা। না, বল।

লীলা। এই ডক্টর নাগ আপনার কে ?

শিখা। কেন বলতো ?

লীলা। না, আপনি যে ভাবে তাঁর সঙ্গে মেশেন, যে ভাবে বাড়ীর মধ্যে চলাফেরা করেন—তাতে—

শিখা। তাতে মনে হয় আমাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকা উচিত—না ? কিন্তু জেনে রাখ—সে সব কিছুই না। উনি আমার কেউ নন। বড় জোর দয়া ক'রে চোখ কান বুঁজে বন্ধু বলতে পারি। তার বেশী আর কিছুনা।

লীলা। আশ্চর্য্য !

শিখা। মোটেইনা। ঘটনাচক্রে ওঁকে আর আমাকে কিছুদিন একই উদ্দেশ্যে একই পথে চলতে হবে। তারপর কোথায় থাকবেন উনি, আর কোথায় থাকব আমি—তা কেউ বলতে পারেনা।

[লীলাকে লইয়া চলিয়া যাইবার মুখেই ডক্টর নাগ সে ঘরে প্রবেশ করিলেন]

ডাঃ নাগ। কোথায় ?

শিখা। ওকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিই।

ডাঃ নাগ। কেন ? এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে ?

শিখা। এখন হচ্ছেনা। কিন্তু ওর শ্বশুর এ বাড়ীতে এ'লে তখন হ'তে পারে।

ডাঃ নাগ। ও! কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকেও চালান দিচ্ছোনাত?

শিখা। চালান দিলেই বা রিসিভ্ কর্চ্ছে কে? আমি হচ্ছি মালিক-হীন পার্শ্বেল। গায়ে লেখা রয়েছে—In case of non-delivery please return it to the sender. এমনি কপাল—এ জীবনে একটা মালিক জুটলোনা! হায়রে!

ডাঃ নাগ। তাই নাকি?

শিখা। নয়তো কি? যেমন—ডেড্-লেটার অফিসের চিঠি আর কি! গায়ে ঠিকানা লেখা রয়েছে—অথচ ঠিকানায় লোক নেই।

ডাঃ নাগ। দিন দিন বড্ড সিনিক্ হয়ে উঠছো শিখা।

[শিখা কোন জবাব না দিয়া মৃদু হাসিয়া লীলাকে লইয়া চলিয়া গেল। ডাঃ নাগ তাঁহার ল্যাবরেটরীতে ঢুকিয়া কি একটা পুরাতন কাগজ পড়িতে পড়িতে বাহির হইয়া আসিলেন। ধীরে ধীরে সম্মুখ দিক দিয়া হরিহর চৌধুরী প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার পড়িতে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। হরিহর একবারে সম্মুখে আসিয়া কহিলেন]

হরিহর। চিনতে পারছেন?

নাগ। কে আসুন! আসুন!

হরিহর। আশা করি ওটা প্রিয়ার চিঠি নয়।

ডাঃ নাগ। আপনার চিঠি পেয়ে কত কথাই যে মনে হচ্ছিল! যৌবনের স্মৃতি, ও দেখছি যায় না।

হরিহর। নাঃ। অনেকবার আপনার কথা মনে হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছে

থাকলেও আসা হয়না। জমিদারীর ব্যাপারে এমন ব্যস্ত থাকতে হয়—

ডাঃ নাগ। তাতো বটেই। প্রকাণ্ড জমিদারী, প্রচুর সম্মান, প্রবল প্রতাপ।

হরিহর। প্রতাপ আপনারও তো কিছু কম নয়।

ডাঃ নাগ। সবই হ'ল কঙ্কালের গলার ফুলের মালা, তাতে ফুলের সৌন্দর্য্যতো ফোটেই না, মাঝের থেকে কঙ্কালটাই আরও কদর্য্য হ'য়ে ওঠে।

[দুজনেই চুপ করিয়া রহিলেন—একটু পরে ডাঃ নাগ কহিলেন]

ডাঃ নাগ। থাক্ এ সব দুঃখের কথা। কেমন আছেন বলুন ?

হরিহর। মোটেই ভাল না। আর সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আপনার ওই সাইকো-থেরাপিতে কিছু হয় কিনা দেখুনতো ?

ডাঃ নাগ। This is interesting !

হরিহর। ঝুলনের সময় একদল কীর্ত্তনওয়ালী গিয়েছিল আমার নাট-মন্দিরে গাইতে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে—নাম বোধ হয় কেয়া,—তার চোখ দুটো দেখে কেবলই আমার মনে হতে লাগলো—এ চোখ আমি কোথায় দেখেছি ! তার ওই দুটো যেন আমাকে হণ্ট ক'রে ফিরতে লাগলো। সে এক মহা অশান্তি ! খেতে পারিনে, শুতে পারিনে, দিন রাত কেবল ওই এক চিন্তা।

ডাঃ নাগ। মনে পড়লো সেই চোখ দুটো কার ?

হরিহর। হ্যাঁ।

ডাঃ নাগ। কার ? (দুই জনের চোখাচোখী হইল, হরিহর মাথা নীচু করিলেন)

ডাঃ নাগ। হুঁ ! যে চোখ দেখে আপনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন সে চোখ যার ছিল, তার প্রতি অবিচারের প্রতিকার না হলে তো শান্তি পাবেন না।

হরিহর। কিসে হবে তার প্রতিকার ?

ডাঃ। পৃথিবীর কাছে আপনার অপরাধের স্বীকৃতি।

হরিহর। তার অর্থ কি জানেন ?

ডাঃ। জানি। সকলের ঘৃণা।

হরিহর। সকলের ঘৃণা কুড়িয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে হবে ?

ডাঃ। অন্য কিছু তোমার প্রাপ্য নেই।

হরিহর। ভয় দেখাতে চাও ডাক্তার ?

ডাঃ। না, তোমার উপকার করতে চাই বন্ধু।

হরিহর। বন্ধু ! কিন্তু তুমি মনে রেখো—অসুখ যার করেছে, তার নাম ডাঃ নাগ নয়, তার নাম হরিহর চৌধুরী।

ডাঃ। কিন্তু আজ থেকে বাইশ বছর আগে যে লোকটা ডাঃ নাগের পা জড়িয়ে ধরেছিল একটুখানি ক্ষমা পাবার জন্য, তার নাম হরিহর চৌধুরীই ছিল বন্ধু !

হরিহর। বাইশ বছর আগে ! বাইশ বছর আগে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যার জন্য আমার লজ্জিত হবার কারণ আছে।

ডাঃ নাগ। ঘটেনি ?

হরিহর। না।

ডাঃ নাগ। বাসুকীকে দেখেছ ?

হরিহর। (উঠিয়া দাঁড়াইল), কি তোমরা ভেবেছ? ভয় দেখিয়ে কার্য্য উদ্ধার করতে চাও? আমার বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ তুমি সংগ্রহ করতে পারবেনা, যা দিয়ে তুমি আমাকে কাবু করতে পার। আজ তুমি আমাকে হাতে পেয়েছ—না? সেদিনকার সেই অনভিজ্ঞ জমিদারের ছেলের সঙ্গে আজকের হরিহর চৌধুরীর কোন মিল নেই। তার কোন প্রমাণ নেই।

ডাঃ নাগ। প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যে আমাকে খুব বেশী দূর যেতে হবে না হরিহর। প্রমাণ আমার সঙ্গেই আছে। (পকেট হইতে পুরাতন চিঠিখানি বাহির করিয়া) দেখ দিকি হাতের লেখাটা কার? এই লেখার সঙ্গে কোনদিন তোমার পরিচয় ছিল কিনা!

হরিহর। না। ও হাতের লেখা আমি চিনিনে।

ডাঃ নাগ। চোখ দেখে যাকে চিনতে পেরেছিলে, হাতের লেখা দেখে তাকে চিনতে পারছোনা? পৃথিবীতে তোমার চাইতে বড় বিশ্বাসঘাতকের নাম করতে পার?

হরিহর। বিশ্বাসঘাতক! ডাক্তার! মনে রেখো—আমারও সহ্যের একটা সীমা আছে।

ডাঃ নাগ। তোমার সহ্যের সীমা! তোমাকে সেই দিনই আমার গুলী ক'রে মেরে ফেলা উচিত ছিল। সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কী তুমি করেছ ভেবে দেখ দিকি! কত বড় পাপ, কত বড় অন্যায় তুমি করেছো, সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তোমার নেই, কারণ পাপ করবার নেশা রয়েছে তোমার রক্তের মধ্যে। তোমার পিতৃ-পুরুষ, তুমি, তোমার সন্তান, তোমার সমস্ত বংশধারা ওই এক

পাপের স্রোতে ভেসে যাবে। তিলে তিলে এই পাপ তোমার দিনকে নীরস আর রাত্রিকে নিদ্রাহীন ক'রে তুলবে। যে অদৃশ্য রোগের জ্বালায় তুমি আজ ছুটে এসেছ, সেই রোগেই তোমার মৃত্যু হবে। অতি হীন, কদর্য্য, কলঙ্কিত মৃত্যু ; বিশ্বাস-ঘাতক—লম্পট !

[পিছন দিক দিয়া ধীরপদে সে ঘরে প্রবেশ করিল শিখা। সে অনেক ইতস্ততঃ করিয়া হরিহরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল]

শিখা। আপনার জলখাবার কি এইখানেই পাঠিয়ে দেব ?

[হরিহর পিছন ফিরিয়া শিখার দিকে চাহিয়া যেন ভূত দেখিলেন, শিখা মুচকিয়া হাসিতেছিল। থর্ থর্ করিয়া হরিহরের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, অথচ কথা বাহির হইতে ছিলনা। অনেক চেষ্টার পর তিনি উচ্চারণ করিলেন]

হরিহর। তুমি ! তুমি !

শিখা। হ্যাঁ আমিই বলছি, আপনার চা আর জলখাবার কি এখানেই পাঠিয়ে দেব ?

[হরিহর পাগলের মত একবার শিখার দিকে আর একবার ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। শিখা এতক্ষণ নিঃশব্দে হাসিতেছিল। এইবার আগাইয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া হরিহরকে প্রণাম করিল। হরিহর সভয়ে আর একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন]

— অ ন্ধ কা র —

*

* *

[একই দৃশ্য। সময় সন্ধ্যা। ডাঃ নাগ দ্রুতপদে পায়চারী করিতেছেন এবং শিখা চুপ করিয়া টেবিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে]

শিখা। প্রতিশোধ না নিয়ে যেতে দিলেন কেন ?

নাগ। যেতে দিয়ে অন্যায় করেছি—না ? কিন্তু কি হোলো জানো বন্ধু ? বাসুকীকে মনে মনে কতবার ডাকলাম, কিন্তু সে সাড়া দিলেনা। সে না জাগলে কোন কঠোর কাজ তো আমি কিছুতেই করতে পারি না।

শিখা। তাহলে বলুন দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছেন !

নাগ। সত্যি বন্ধু, মনে মনে সত্যিই আমি দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা কেন এমন হচ্ছে বলতে পার ?

শিখা। না।

নাগ। দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছি তোমার মতো সর্ব্বসহাকে দেখে। কত বড় অবিচার, কতখানি ব্যথা নিয়ে তুমি দিন কাটাচ্ছ, আর পরের প্রতি অনুষ্ঠিত একটা অবিচারের প্রতিকার করবার জন্য আমি কেমন করে মনকে পাষাণ করে রাখি ! (শূন্যদৃষ্টিতে দূরে চাহিয়া রহিলেন)

শিখা। কিন্তু আমিও যে প্রতিকার চাই ডক্টর নাগ ! তাই পাব জেনেই আমি যে লজ্জা সম্ভ্রম সঙ্কোচ সবই বিসর্জ্জন দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ডক্টর নাগ ! বন্ধু !

নাগ। এঁ্যা, হ্যাঁ—বল।

শিখা। বাসুকীকে ডাকুন ডক্টর নাগ !

নাগ। বাসুকীকে ডাকব ? কিন্তু সে যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শিখা। কাজ শেষ হবার আগে তাকে ঘুমুতে দেবেন না, সে জাগুক, সে উঠুক, সে প্রতিশোধ নিক!

নাগ। হ্যাঁ, হ্যা, সে জাগুক, সে উঠুক, প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে রুদ্র রূপ নিয়ে দেখা দিক। তুমি অপেক্ষা কর বন্ধু, আমি বাসুকীকে স্মরণ করি।

[বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন]

শিখা। আর কতকাল, ভগবান! কতকাল আর আমাকে এই অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হবে?

[কেয়াকে লইয়া মিস চ্যাটার্জ্জি প্রবেশ করিলেন]

মিস চ্যাটার্জ্জী। নমস্কার!

শিখা। নমস্কার।

মিস চ্যাটার্জ্জী। ডক্টর নাগ কি বেরিয়ে গেছেন?

শিখা। না, ভেতরেই আছেন। বসুন, এক্ষুণি আসবেন।

মিস চ্যাটার্জ্জী। কেয়া বসো!

[কেয়া কোন কথা না বলিয়া একখানি সোফায় বসিল। তাহাকে অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছিল]

শিখা। শুনলাম, কেয়া নাকি প্রেমে পড়েছ?

কেয়া। সে কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আমি রাজী নই।

শিখা। একেবারে রাজীই নও!

কেয়া। না। সেদিন আপনাকে দেখে ভাল লোক বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি আপনি ডক্টর নাগের স্পাই!

শিখা। (হাসিয়া) আচ্ছা, প্রেম মানে কি আমায় বলতে পার?

মিস চ্যাটার্জ্জী। আপনি অদ্ভুত কথা জিগ্যেস করছেন! প্রেম মানে একটা ছোট শিশুও জানে। প্রেম মানে ভালবাসা।

শিখা। প্রেম মানে ভালবাসাতো? ভাল কথা। কিন্তু 'প্রেম' শব্দটা শুনলেই গায়ের মধ্যে শির্ শির্ করবে কেন?

মিস চ্যাটার্জ্জী। তা কি ক'রে বলা যাবে?

শিখা। যে কথা বিশ্লেষণ ক'রে বলা যায় না, তা নিয়ে এত মাতামাতি কেন? পয়ে রফলা একার 'প্রেম' শুনলেই একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেলাম, আর খা আর ম আম শুনলে তা হবেনা কেন?

মিস চ্যাটার্জ্জী। Queer Idea!

শিখা। আমার বলবার কথা—কেয়া লেখাপড়া শিখেছে; এমন একটা লোকের কথায় সে মুগ্ধ হবে কেন, যার নিজস্ব একটা সংসার আছে, যার স্ত্রী আছে, যে স্ত্রী সুন্দরী, আজ সাত আট বছর পরে তার মধ্যে এমন কী দোষ সে আবিষ্কার করলো যে দ্বিতীয়বার বিয়ে না করলে তার চলছে না।

কেয়া। আপনি কে আমি জানি না, আমি আপনাকে আবার বলছি আপনার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমি রাজী নই। আমি যা ঠিক করেছি, তা থেকে টলাতে আমাকে কেউ পারবে না।

শিখা। যে পতঙ্গ দেখেছে আগুনের হাতছানি, তাকে বাঁচাতে যাওয়া বৃথা। মরো তবে।

[শিখা বাহির হইয়া গেল। মিস চ্যাটার্জ্জী বলিলেন]

মিস চ্যাটার্জ্জী। এখনও ভেবে দেখ কেয়া। ডাঃ নাগ এলে কিন্তু আর চিন্তা করবার সময় থাকবে না।

কেয়া। চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি সোমেনকে বিয়ে করবো।

মিস চ্যাটার্জ্জী। কিন্তু সে যে বিবাহিত!

কেয়া। তাতে কিছু আসে যায় না।

মিস চ্যাটার্জ্জী। তোমার মত বুদ্ধিমতী সে এমন ভুল করবে, এ আমি ভাবিনি।

কেয়া। ভবিষ্যতে আমার মত বুদ্ধিমতীদের সম্বন্ধে একটু সাবধান হবেন।

[ডাঃ নাগ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাইতেছিল]

ডাঃ নাগ। বাসুকীকে জাগিয়েছি বন্ধু, সে আসবে দরকার হলেই— ও! মিস চ্যাটার্জ্জী এসেছেন।

ডাঃ নাগ। মিস চ্যাটার্জ্জী!

মিস চ্যাটার্জ্জী। Yes Sir।

ডাঃ নাগ। আমার রিপোর্ট সত্যি?

মিস চ্যাটার্জ্জী। হ্যাঁ।

ডাঃ নাগ। আপনি কোথায় ছিলেন?

মিস চ্যাটার্জ্জী। আমি তখন বাজারে গেছলাম।

ডাঃ নাগ। অন্য মেয়েরা আপনার কাছে রিপোর্ট করেনি কেন?

মিস চ্যাটার্জ্জী। তারা ভয়ে বলতে পারেনি।

ডাঃ নাগ। ভয়ে বলতে পারেনি! আমার এতদিনের চেষ্টা, এত পরিশ্রমের ফল, আজ একদিনে, এই একটি মেয়ের দোষে নষ্ট হয়ে যাবে বলতে চান?

মিস চ্যাটার্জ্জী। না।

ডাঃ নাগ। আপনি ও ঘরে গিয়ে বসুন। আমি গোপনে ওর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

মিস চ্যাটার্জী। আচ্ছা।

[মিস্ চ্যাটার্জ্জী চলিয়া গেলে ডাঃ নাগ কেয়ার দিকে একপা একপা করিয়া আগাইতে লাগিলেন। কেয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।]

ডাঃ নাগ। সোমেন কতবার তোমার ওখানে গেছে?

কেয়া। তিনবার।

ডাঃ নাগ। তাকে তুমি বলেছ বিয়ে করবে?

কেয়া। হ্যাঁ।

ডাঃ নাগ। আমাকে না জানিয়ে, আমার মত না নিয়ে, কেন তুমি মত দিলে?

কেয়া। আমার সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি যা ভাল বুঝবো, তাই করবো। এতে আপনার মত নেওয়ার কোন প্রয়োজন দেখিনা।

ডাঃ নাগ। তুমি সোমেনকে বিয়ে করতে পাবেনা।

কেয়া। আমি সোমেনকে বিয়ে করবো।

ডাঃ নাগ। (ধমক দিয়া) আবার কথার উপর কথা কয়! বিয়ে করবার যদি একান্ত ইচ্ছে হয়ে থাকে, তুমি অন্য কোন লোককে বেছে নাও। কিন্তু সোমেনকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না।

কেয়া। আপনার কথা এতদিন শুনেছি নির্ব্বিচারে মেনে এসেছি

আপনার আদেশ। কিন্তু আজ আপনার কোন কথা শুনবোনা, আমি সোমেনকে বিয়ে করবোই।

ডাঃ নাগ। আমার কথার অবাধ্য হওয়ার অর্থ জান ?

কেয়া। জানি। কিন্তু হাজার অত্যাচার করলেও আমার মত বদলাবেনা। আমি যা স্থির করেছি, তা' আমি করবোই।

ডাঃ নাগ। হুঁ। বাসুকী অনেকদিন যায়নি তোমাদের ওখানে—না ?

কেয়া। ডাকুন আপনি বাসুকীকে। হাজার বাসুকী এলেও আজ আমার কিছু করতে পারবে না।

ডাঃ নাগ। বটে! আচ্ছা দেখা যাক। বাসুকী! বাসুকী!!

[ডাঃ নাগ হঠাৎ ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিস্ চ্যাটার্জ্জী প্রবেশ করিলেন।]

মিস চ্যাটার্জ্জী। দোহাই তোমার কেয়া। একটুখানি স্বীকার করলে যখন রেহাই পাওয়া যায়, তখন কেন ছেলেমানুষী করছো? বাসুকী এলে আর রক্ষে থাকবেনা।

কেয়া। আসুক বাসুকী। আমি তাকে ভয় করিনা। আমি কি চিরকাল এই ভাবে বন্দী হয়ে থাকবো? আমার কোন স্বাধীন ইচ্ছে নেই ?

মিস চ্যাটার্জ্জী। তোমার ওপর আমার সহানুভূতি আছে কেয়া। কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে সাহায্য করবো, কিন্তু এখানে তুমি ডাঃ নাগের কাছে স্বীকার ক'রে যাও যে সোমেনকে বিয়ে করবে না।

কেয়া। আমি মিথ্যে কথা বলতে পারবোনা।

মিস চ্যাটার্জ্জী। এর মধ্যে মিথ্যে কথাটা কোথায়? পরে তুমি যা ইচ্ছে করো। যদি সোমেনের সঙ্গে দেখা করতে চাও, আমি সে

ব্যবস্থাও ক'রে দেব, কিন্তু এখানে তুমি অবাধ্যতা করছো কেন? এতে তো ফল ভাল হবে না।

কেয়া। না। যা করবার আমি প্রকাশ্যেই করতে চাই। এতদিন পর্য্যন্ত আমি ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। ডাঃ নাগ যখন যা হুকুম করেছেন, কখনও তাঁর অবাধ্য হইনি। কিন্তু আজ আমি কারুর কোন কথা শুনবোনা। ডাঃ নাগ যখনই ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি তখনই জেনেছি আমার ওপর আজ নির্য্যাতন হবে। কিন্তু হোক্ নির্য্যাতন।

মিস চ্যাটার্জ্জী। কেয়া!

কেয়া। বিরাম কুঞ্জে থাকবার অনেক নিয়ম আপনারা করেছেন। কিন্তু নিয়ম করবার সময় আপনারা ভুলে গেছলেন যে, যারা তা মেনে চলবে, তারা মানুষ—মেশিন নয়। তাদের শরীর মন বলে একটা পদার্থ আছে।

মিস চ্যাটার্জ্জী। তুমি অবুঝ হচ্ছো কেয়া। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কি সে নিয়ম আমরাও মেনে চলিনে?

কেয়া। চলেন। কিন্তু দুটোতে অনেক তফাৎ। আপনি ইচ্ছে করলে বাইরে যেতে পারেন, ভিজিটারের সঙ্গে কথা কইবার আপনার অধিকার আছে। কিন্তু আমাদের ঠিক উল্‌টো। সূর্য্যের মুখ দেখাও আমাদের নিষেধ। অথচ ডাঃ নাগের প্রয়োজন হলে বাসুকীকে দিয়ে তিনি গাইবার মুজরো করতে পাঠান। বলুন কোন্ নীতি অনুসারে তা তিনি করেন?

মিস চ্যাটার্জ্জী। তাঁর কাজের বিচার করবার অধিকার আমার নেই।

কেয়া। কিন্তু অবিচার যার উপর হয়, তার তা আছে।

মিস চ্যাটার্জ্জী। তিনি তোমাকে মানুষ করেছেন কেয়া।

কেয়া। মানুষ করেননি, মেশিন করে রেখেছেন। কিন্তু আমি মানুষ হতে চাই, তাঁর এই নাগপাশের বন্ধন থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই।

(সোমেনের প্রবেশ)

সোমেন। জীবন পণ কেয়া, এই নাগপাশ থেকে আজই তোমাকে আমি মুক্ত করব!

কেয়া। পারবে সোমেন?

সোমেন। এস আমার সঙ্গে। দেখ পারি কিনা!

মিস চ্যাটার্জ্জী। না, না, কেয়া তুমি যেয়োনা।

সোমেন। থামুন মিস্ চ্যাটার্জ্জী। কটা টাকার লোভে নারী হয়ে একটি নারীর প্রতি অবিচার আপনি বহুদিন সমর্থন করে যাচ্ছেন। সাজা আপনাকেও পেতে হবে।

মিস চ্যাটার্জ্জী। আমার সাজার কথা পরে হবে। কিন্তু বাসুকী যে এখুনি এসে পড়বে।

সোমেন। আসুক বাসুকী।

মিস চ্যাটার্জ্জী। কেয়া!

কেয়া। তুমি এখন যাও সোমেন।

সোমেন। তোমাকে না নিয়ে আমি যাবনা।

কেয়া। তুমি জাননা, বাসুকী—

সোমেন। বাসুকী কি?

কেয়া। বাসুকী…

সোমেন। কিসের ভয় এই বাসুকীকে?

কেয়া। তুমি জাননা……

সোমেন। জানিনা বলেই ত জানতে চাইছি!

কেয়া। সে তোমার শুনে কাজ নেই।

সোমেন। বেশ, নাই শুনলাম। তুমি চল আমার সঙ্গে।

কেয়া। আমি এখন যেতে পারব না।

সোমেন। বাসুকী না বল্লে তুমি যেতে পারবেনা ?

কেয়া। যেতে পারি, কিন্তু গিয়ে কোন লাভ নেই।

সোমেন। এমনই অচ্ছেন্ত বাঁধনে তোমায় বেঁধেছে বাসুকী ?

কেয়া। সে তুমি বুঝবেনা, সোমেন। তুমি আর এখানে থেকোনা।

সোমেন। ডাঃ নাগ তাহ'লে সত্যি কথাই বলেছিলেন।

কেয়া। কি বলেছিলেন ডক্টর নাগ ?

সোমেন। বলেছিলেন কীর্ত্তনের মুজ্‌রো করে যারা বেড়ায়, জমিদারের ছেলেকে ভালবাসার ছলনায় মজাতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করেনা।

কেয়া। সোমেন!

সোমেন। Stop, Stop you slut! এতদিন আমি বুঝতে পারিনি যে বাসুকীর মত একটা ইতরের সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ থাকতে পারে। আজ বুঝলাম তোমার পক্ষে তাও সম্ভব।

কেয়া। কিছুই তুমি বোঝনি।

সোমেন। তবে কেন স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারো না তোমার এই বিচিত্র জীবন-যাপনের মাঝে কী রহস্য লুকানো রয়েছে ?

কেয়া। আমি নিজেই যা জানিনা, তোমাকে তা কেমন করে বোঝাব ?

সোমেন। আর কিছু আমি বুঝতেও চাইনা। শুধু জেনে রাখ তোমার

মুক্তির জন্য যা করা সম্ভব, তাই আমি কোরেছিলাম। কিন্তু জেনে গেলাম এই নাগপাশ থেকে মুক্তি তুমি চাওনা।

(বলিয়া সোমেন চলিয়া গেল।)

কেয়া। সোমেন ! সোমেন ! !

(সোমেন ফিরিলনা)।

মিস চ্যাটার্জ্জী। সোমেন আবার আসবে কেয়া।

কেয়া। কি দুরদৃষ্ট বলুন তো মিস চ্যাটার্জ্জী ! নীরবে অত্যাচার সইছি, অত্যাচার কেন হচ্ছে তা নিজেও জানিনা, কাউকে বুঝিয়ে বলতেও পারিনা।

মিস চ্যাটার্জ্জী। ওই পায়ের শব্দ হচ্ছে—বাসুকী আসছে বোধ হয়। কেয়া !

কেয়া। আপনি এখান থেকে যান মিস চ্যাটার্জ্জী, এর পরের দৃশ্য আপনি সহ্য করতে পারবেন না।

মিস চ্যাটার্জ্জী। জানিনা, তোমার মত ভাল মেয়েকে কে এমন একগুঁয়ে ক'রে দিলে।

কেয়া। ভালও যিনি করেছিলেন, একগুঁয়েও তিনিই করেছেন। আপনি যান মিস্ চ্যাটার্জ্জী।

মিস্ চ্যাটার্জ্জী। ভগবান তোমার সুমতি দিন।

[মিস্ চ্যাটার্জ্জী চলিয়া গেলে বাসুকী প্রবেশ করিল তাহার হাতে চাবুক]

বাসুকী। এই সন্ধে বেলায় আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি। সায়েবের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। এই মেয়েটা ! আবার কী করেছিস্ রে ?

কেয়া। কথা কইবার দরকার নেই। যা করতে এসেছ করো।

বাসুকী। আরে বাস্‌রে। বিসের সঙ্গে দেখা নেই কুলোপানা চক্কর। বড়া বড়া বাত ঠিক আছে।

কেয়া। আছেই তো।

বাসুকী। চোপ্! কেটে একবারে দুখানা ক'রে ফেলবো। বল্‌—সোমেনকে বিয়ে করবিনা।

কেয়া। করবো।

[তৎক্ষণাৎ বাসুকী তাহাকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর সপাং সপাং করিয়া অবিশ্রান্ত চাবুক মারিতে লাগিল।]

(শিখা প্রবেশ করি...)

শিখা। থাম্। থাম্ কাপুরুষ।

বাসুকী কাপুরুস! (ফিরিয়া দেখিয়া) আরে কেও! সিখাদেবী, রাগে আগুনের মত গমগম্ করচ যে!

শিখা। লজ্জা করেনা অসহায়া একটী মেয়েকে বর্ব্বরের মতো নির্য্যাতন করতে!

বাসুকী! বাসুকীর এইত কাজ আছে শিখাদেবী।

শিখা। বাসুকী! পৃথিবীতে বাসুকীর কতটুকু প্রয়োজন?

বাসুকী। কিন্তু বাসুকীকে জাগাতে তুমিই তো বলেছিলে সিখাদেবী। এখন তার এই কুৎসিৎ ভাব দেখে রাগলে চলবে কেন?

শিখা। থাম কাপুরুষ! শক্তিমানের অত্যাচার নিবারণ করবার সাহস তোমার নেই,—তার বাড়ীতে তুমি মুজরো কর, তার অন্যায় তোমার চোখে পড়ে না। আর আশ্রিতা বলে অবাধ অত্যাচার

করে যাও নিষ্পাপ এই বালিকার ওপর। ভীরু! মানুষ নামের অযোগ্য পশু।

[কেয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।]

বাসুকী। কর্ এবার বিয়ে! এইত সবে সুরু, এখন কত চলবে তার কি কিছু হিসেব লিকেস আছে?

[শিখা কেয়ার কাছে গিয়া বসিল। তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল।]

শিখা। কেয়া! কেয়া! ইস্ অজ্ঞান হয়ে গেছে!

[বাসুকী একবার কেয়াকে দেখিল। ব্যথার অব্যক্ত শব্দ করিয়া হাতের চাবুক ফেলিয়া দিয়া কহিল]

বাসুকী। (ডাঃ নাগের কণ্ঠে) আমি পারব না, এ আমি পারব না। মীনা, তোমার মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও মীনা। এ ভার তুমি আমাকে কেন দিয়ে গেলে? প্রকৃতির সঙ্গে আমি কতকাল যুদ্ধ করব? বিধাতার দান প্রেম, চোখ রাঙিয়ে আমি তাকে কতদিন তোমার মেয়ের হৃদয় থেকে দূরে রাখব! আঠারো বছর তোমারি আদেশ পালন করে করে আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত হয়ে পড়েছি, আমাকে তুমি রেহাই দাও···রেহাই দাও! মীনা!

[বলিতে বলিতে বাসুকী যেন ভাঙিয়া পড়িল। যবনিকা পড়িল]

তৃতীয় অঙ্ক

[জমিদার হরিহর চৌধুরীর শয়ন কক্ষ। খাটের উপর হরিহর ঘুমাইতোছলেন। ঘরটি আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে রহস্যময় দেখাইতেছে। হরিহর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্বপ্নের বিষয়বস্তু ঘরের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ঘরের মধ্যে হরিহর দাঁড়াইয়া। মীনা চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া আছে]

* মীনা। আচ্ছা আমি ভেবে দেখি।

হরিহর। এতে ভেবে দেখবার কিছু নেই মীনা। আমার এই প্রস্তাবে রাজী হ'লে তোমার জীবনে আসবে অতুল সুখ আর সম্পদ। তুমি জান আমি কত টাকার মালিক। এই সব টাকাই তুমি ভোগ করতে পারবে।

মীনা। তা পারবো। কিন্তু আমার যে বিয়ের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেছে ফণীবাবুর সঙ্গে। আমি জানি তিনি আমাকে খুবই ভালবাসেন। আর তাছাড়া তিনি ডাক্তারী আরম্ভ করেছেন—পসারও হচ্ছে নাকি খুব।

হরিহর। জানি—জানি। ডাক্তার ফণী নাগের কথা বলছোত? আরে দূর! দূর! দরিদ্রের আবার ভালবাসা। সংস্কৃতে একটা কথা আছে—উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথঃ। গরীবের আশা মনে মনেই জাগে, আবার মনে মনেই মিলিয়ে

যায়। সে তোমাকে সুখে রাখবে কি? তার চাইতে আমার নিধিরাম চাকর অনেক বেশী যোগ্য পাত্র।

মীনা। আচ্ছা ভেবে দেখি!

হরিহর। আমি বুঝতে পারছিনা, এতে অত ভাবা-ভাবির কী আছে! জীবনকে যদি সার্থক করতে চাও, এস আমার সঙ্গে।

মীনা। কিন্তু ফণীবাবু মনে বড় দুঃখ পাবেন।

হরিহর। গরীবরা পৃথিবীতে দুঃখ পেতেই আসে। ওটা ওদের birth right. সেজন্যে দু'চারটে পয়সা ভিক্ষে দেওয়া চলে, কিন্তু চিন্তা করা চলে না। যদি যেতে হয়, তবে আজ রাত্রেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। সঙ্গে আপাততঃ হাজার দশেক টাকা নেব। পরে দরকার হ'লে ম্যানেজারকে বলে যাব পাঠিয়ে দেবে। কী যাবে?

মীনা। যাব।

হরিহর। That's like a good girl.

[দৃশ্য মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হইয়া পুনরায় আলোকিত হইল]

[দেখা গেল জানালার কাছে হরিহর ও মীনা দাঁড়াইয়া। হরিহর মীনার দুই কাঁধে হাত দিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে]

হরিহর। You look so splendid tonight.

মীনা। Do I?

হরিহর। সত্যি। মনে হয় বাইরের ওই জ্যোৎস্না যেন জমাট হ'য়ে তোমার মূর্ত্তি ধরেছে।

মীনা। দে—খো!

হরিহর। দেখছিই তো! যত দেখছি—দেখার যেন আর শেষ হচ্ছেনা। "নয়ন না তিরপিত ভেল"। আচ্ছা মীনা, আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি,—তুমিও কি ঠিক তেমনি ভালবাস?

মীনা। তোমার কি মনে হয়?

হরিহর। আমার মনে হয়, আমার মত ভালবাসতে বোধহয় পৃথিবীতে আর কেউ পারবে না।

মীনা। তাই হবে বোধহয়।

হরিহর। সত্যি বলনা!

মীনা। কী মুস্কিল! এ কি কথায় বোঝাবার? এ হ'ল অনুভূতির ব্যাপার।

হরিহর। সত্যি মীনা, তোমাকে নিয়ে আমি এত সুখী। তোমাকে হাঁটতে দেখলে আমার কষ্ট হয়, মনে হয় আমি বুক পেতে দিই, তুমি তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাও।

মীনা। এতও জানো!

[হাসিয়া উঠিল]

[দৃশ্য পুনরায় অন্ধকার হইয়া আলোকিত হইল]

[হরিহর ও মীনা]

হরিহর! আঃ! সেই তখন থেকে কেন কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছো! বলছি যে আমার কাজ আছে। আমাকে যেতেই হবে।

মীনা। যেতে তো আমি তোমাকে বারণ করছি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—তুমি আর আসবে না।

হরিহর। হ্যাঁ, তোমার মন সবজান্তা কিনা। আমার ফিরতে যদি দু'চার দিন দেরী হয়, টাকা পয়সাতো রইল, ভয়টা কিসের?

মীনা। কিসের ভয় তা তুমি বুঝতে পারছোনা? আমার শরীরের অবস্থা দেখছো? এই অবস্থায় মেয়েরা বাপমায়ের কাছে যায়—আমারতো সে পথ নেই। এর ওপর তুমিও যদি কাছে না থাকো—

হরিহর! তোমার এই নাকে কাঁদুনী আর আমার সহ্য হচ্ছেনা মীনা। আমি তোমাকে আগে যা বলেছি—এখনও তাই বলছি, বিশেষ দরকারে দু'চার দিনের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে—যত শীগগির পারি ফিরে আসবো।

[মীনা কাঁদিয়া ফেলিল]

মীনা। কিছুদিন থেকেই দেখছি তুমি আর আমাকে সহ্য করতে পারছোনা। জানিনে কী পাপে আজ আমি তোমার কাছে এত অ-দরকারী হয়ে গেলাম। দান করবার সময় কিছু হাতে রেখে দান করিনি, তাই আজ আমার এই দশা।

হরিহর। আর আমিই বুঝি হাতে রেখে দান করেছি? নেমকহারাম আর কাকে বলে?

মীনা। তোমার পায়ে পড়ি রাগ কোরোনা। শোন! (হাত ধরিল)

হরিহর। যাঃ-ও!

[বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। দৃশ্য অন্ধকার হইয়া পুনরায় আলোকিত হইতেই দেখা গেল হরিহর বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছেন। স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে]

হরিহর। নিধিরাম! নিধিরাম!

[নিধিরামের প্রবেশ]

হরিহর। শীগ্‌গির এক গ্লাস জল দে। ভারী বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখ-দেখছিলাম!

[নিধিরাম বাহির হইয়া গেল। এবং একটু পরেই একগ্লাস জল লইয়া আসিল। হরিহর এক নিঃশ্বাসে জলটুকু পান করিয়া গ্লাসটি ফেরৎ দিলেন]

হরিহর। স্মৃতি আর স্মৃতি। সারাটা জীবন এই স্মৃতির দংশনে আমি ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেলাম। এর কি কোন ওধুধ নেই নিধিরাম? যাতে পুরোণো কথা মানুষের মনে না পড়ে!

নিধিরাম। আমি কি বলবো বাবু?

হরিহর। তা৺তো বটে। তুই-ই বা কী বলবি? বৌমাকে রাণাঘাটে রেখে এসেছিস?

নিধিরাম। হ্যাঁ।

হরিহর। কবে নাগাদ আসবে—সে কথা বলে দিয়েছে কিছু?

নিধিরাম। কই—না!

হরিহর। বেশীদিন রাখা চলবে না—বুঝলি নিধু! মানে—একলা একলা এই বিশাল বাড়ীতে থাকা—অথচ—। ছেলেটাও যদি এ সময় এখানে থাকতো।

নিধিরাম। তাতো বটেই।

হরিহর। তুই আজ না হয় আমার এই ঘরেই শুয়ে থাকিস—কি বল!

নিধিরাম। আচ্ছা।

হরিহর। মানে—তোকে থাকতে বলছি এইজন্যে যে একটু কথাবার্ত্তা

কওয়া যাবে। আজ সন্ধ্যে থেকেই মনটাও ভাল নেই, আর কেমন যেন একটু ভয় ভয়ও করছে—বুঝলি ?

নিধিরাম। ভয় কিসের ?

হরিহর। আরে, ভয়টা যে কিসের, তাই যদি বলতে পারবো, তবে আর ভয় করবে কেন ?

নিধি। তা ঠিক।

হরি। তবে ? ব্যাটার দিন দিন বয়স বাড়ার সঙ্গে বুদ্ধি কমছে।

[নিধিরাম অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হরিহর কহিল]

হরি। জানিস নিধু। পৃথিবীটা হ'ল এক তাজ্জব জায়গা। কতদিন আগে যাকে মনে করেছি মরে গেছে, সে দেখি বেঁচে আছে, আর যাকে মনে করি বেঁচে আছে, হঠাৎ একদিন শুনি সে আর বেঁচে নেই। (একটু থামিয়া) কী অবাকই যে সেদিন হয়েছিলাম—সে আর বলবার নয়।

নিধি। কার কথা বলছেন ?

হরি। মানুষের কথাই বলছি। তুই দেখ্ আমার খাবার যোগাড় হ'ল কিনা।

[নিধিরাম চলিয়া গেল। হরিহর উঠিয়া আলমারী হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরেশ সরকার প্রবেশ করিল। চোখে চশমা, কাণে কলম]

হরিহর। কী খবর পরেশ ?

পরেশ। খবরতো কিছু পাওয়া যাচ্ছেনা হুজুর !

হরিহর। কিন্তু খবরটা যে পেতেই হবে পরেশ। নইলে তোমার খবর আর পাওয়া যাবেনা।

পরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

হরিহর। জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী হ'ল কতদিনের ?

পরেশ। আজ্ঞে তা' হ'ল অনেকদিনই।

হরিহর। সামান্য একটা গেরস্ত ঘরের মেয়েকে খুঁজে বার ক'রে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে দিন সাতেক লাগুক! অথচ তোমাকে কাজটা করতে বলেছি আজ দিন পনেরো।

পরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরিহর। এসব 'আজ্ঞে হ্যাঁর' কাজ নয় পরেশ। আর এ কাজ তুমি আজ প্রথম করছোনা যে অভিজ্ঞতা নেই বলে রেহাই পাবে। আমি আর সাতদিন তোমাকে সময় দিলাম—এর মধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই. কাজ হাসিল হয়েছে।

পরেশ। তাই হবে হুজুর।

হরিহর। তুমি জাননা, ওই মেয়ে আমার জীবনের অভিশাপ। ও বেঁচে থাকলে সংসারে আমার বাঁচা চলেনা। ওকে দেখা অবধি—দিনরাত আমি অশান্তির আগুনে পুড়ছি, অথচ আমার ধারণা ছিল—ও বেঁচে নেই। আচ্ছা, তুমি এখন যাও পরেশ, দরকার হ'লে আমি তোমায় ডেকে পাঠাব।

পরেশ। যে আজ্ঞে।

[পরেশ প্রস্থান করিল। একটু পরেই প্রবেশ করিল সোমেন ও কেয়া। সোমেনকে দেখিয়াই হরিহর চীৎকার করিয়া উঠিল]

হরিহর। তুই কোথেকে এলি? সঙ্গে?

সোমেন। কেয়া।

হরিহর। সেই কীর্ত্তনওয়ালী!

সোমেন। হ্যাঁ। ওকে আমি বিয়ে করব।

হরিহর। তুই কি পাগল হয়ে গেছিস সোমেন? ছোটবৌমা তোর কাছে কী দোষ করলো?

সোমেন। দোষগুণের কথা নয়,—আমি যা ভাল বুঝেছি করেছি। আমার কাজে কে কাঁদবে, কে হাসবে, সেটা আমার দেখবার বিষয় নয়। কেয়াকে আমি ভালবাসি, আমি ওকে বিয়ে করবো।

হরিহর। পত্নী বর্ত্তমানে?

সোমেন। পত্নী বর্ত্তমানে পুনর্বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়।

হরিহর; তোমার নির্লজ্জতা কোথায় উঠেছে তা' তুমি বুঝতে পারছো?

সোমেন। এতে নির্লজ্জতার কোন প্রশ্ন নেই। আমি যাকে ভালবাসি, তাকে আমার চাই।

হরিহর। এতে তোমার পিতার মত নেবার আবশ্যক বোধ করোনা?

সোমেন। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। প্রতি কথায় পিতার মত নেবার প্রয়োজন নেই বলে আমার বিশ্বাস।

হরিহর। হুঁ। (কেয়াকে) কী তোমার পিতার নাম?

কেয়া। আমি জানি না।

হরিহর। কোথায় তুমি থাকতে?

কেয়া। আমি থাকতাম ডাঃ নাগের আশ্রমে, সেখান থেকে সোমেন বাবু আমাকে নিয়ে এসেছেন।

হরিহর। সোমেন?

কেয়া। হ্যাঁ।

হরিহর। তুমি তোমার পিতৃ-পরিচয় জাননা, কী ক'রে তুমি আশা করো যে সোমেন তোমাকে বিয়ে করবে ?

কেয়া। আমি কোন আশা করিনি। আমি জানি সোমেন বাবু আমাকে ভালবাসেন, কেবলমাত্র ভালবাসার দাবী ছাড়া আরতো আমার কোন দাবী নেই।

হরিহর। ভালবাসার দাবী! ও দাবী অচল। ও কথা দিয়ে তুমি সোমনের মন ভোলাতে পার, কিন্তু আমায় পারবেনা। আমি বলছি তুমি ফিরে যাও। সোমেন বিবাহিত, তাকে তার স্ত্রী নিয়ে সুখী হতে দাও।

কেয়া। তুমিও কি তাই বলছো ?

সোমেন। না, আমি তা বলছি না। আমি তোমাকে বিবাহ করবো, আর তুমি এখানে থাকবে।

হরিহর। না। যার কোন বংশ পরিচয় নেই, এমন মেয়েকে তুমি বিবাহ করতে পারবে না।

সোমেন। বংশ পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নেই। আমি ওকে বিবাহ করবো।

হরিহরি। তুমি আমার কথার অবাধ্য হচ্ছো সোমেন।

সোমেন। তা হয়ত হচ্ছি। কিন্তু এছাড়া আমার কোন উপায় নেই।

হরিহর। তুমি একে বিয়ে করবেই ?

সোমেন। হ্যাঁ।

হরিহর। এই অজ্ঞাতকুলশীলা নাচওয়ালীকে বিবাহ করলে তুমি আমার সম্পত্তি পাবেনা। তা জান ?

সোমেন। জানি। আমি আপনার সম্পত্তি চাই না।

কেয়া। তুমি আমার জন্য কেন এই ক্ষতি স্বীকার করবে, আমি চলে যাচ্ছি।

সোমেন। না। তুমি এখানেই থাকবে।

হরিহর। তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আজ পর্য্যন্ত এ বংশের কোন সন্তান তার পিতৃ পিতামহের মুখে এমন ক'রে কালি মাখিয়ে দেয়নি। যা ইচ্ছে করতে পার এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলবার নেই।

[ধীরে ধীরে হরিহর ভিতরে চলিয়া গেলেন। হঠাৎ কেয়া সোমেনের দুটি হাত চাপিয়া ধরিল]

কেয়া। কেন তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করবে? এত দয়া পাবার আমি যোগ্য নই। আমাকে তুমি মুক্তি দাও, আমি কোলকাতায় ফিরে যাই।

সোমেন। না কেয়া।

কেয়া। না কেন? অবুঝ হয়োনা।

সোমেন। আমি কারুর কোন কথা শুনবোনা কেয়া। আমি যা ভাল বুঝেছি, করেছি। তার জন্য কারুর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজী নই।

[কেয়া কোন কথা না বলিয়া সরিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল। সোমেন কী ভাবিয়া ধীরপদে তাহার কাছে গেল এবং পিছন দিক হইতে কেয়ার ঘাড়ের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল]

সোমেন। কেয়া!

কেয়া। বলো!

সোমেন। তুমি আমার ওপর রাগ করছো!

কেয়া। না রাগ করিনি। আমি ভাবছি আমার মন্দ ভাগ্যের কথা। জীবনে স্নেহের স্পর্শ কাকে বলে তা' আমি জানলাম না। জীবনে বাপ মা বলেও কাউকে দেখিনি। স্বামী বলেও কাউকে দেখবো না।

সোমেন। কেয়া!

কেয়া। আমার জন্য এই দুর্ভাগ্যকে তুমি বরণ ক'রে নিওনা।

সোমেন। তোমার জন্য আমি যে কোন দুঃখ কষ্টকে বরণ ক'রে নিতে রাজী আছি। পৈতৃক সম্পত্তি তুচ্ছ কথা। বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন আমার অমতে, তিনি ঘর দেখেছিলেন—মেয়ে দেখেন নি।

কেয়া। কিন্তু তোমার স্ত্রী খুব সুন্দরী। আর তা ছাড়া আমার সঙ্গে তার একদিন মাত্র একটুখানি আলাপ হয়েছিল—তাতেই বুঝেছিলাম—

সোমেন। তোমার সঙ্গে! আলাপ হয়েছিল, কবে? কোথায়?

কেয়া। তোমাদেরই নাট মন্দিরে—

[হরিহরের প্রবেশ। তাঁহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাইতেছিল]

হরিহর। আমি এমন কী পাপ করেছি সোমেন, যে আজ তোমার হাত থেকে আমায় এত বড় শাস্তি নিতে হবে!

সোমেন। শাস্তি তো আমিও কম নিচ্ছি না বাবা! কেয়াকে বিবাহ করলে আমি আপনার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবো।

হরিহর। আমার কথার জবাব দাও। তোমাকে আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—আমি এমন কোন মহাপাপ করি নি—

[শিখার প্রবেশ। সে দরজার উপর দাঁড়াইয়া কহিল]

শিখা। (হাসিতেছিল) করেন নি ?

হরিহর। (সোমেনকে চুপি চুপি) সোমেন আমার রিভলভার—চট্ করে আমার রিভলভারটা দে।

সোমেন। একি ! বৌদি !

শিখা। আমি পরে তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি ঠাকুর পো। আমার কথার উত্তর পাইনি বাবা !

হরিহর। কী তোমার কথা ?

শিখা। আমার কথা জীবনে আপনি কোন পাপ করেন নি ?

[হরিহর একবার চট্ করিয়া সোমেনও কেয়ার মুখের দিকে চাহিয়া লইলেন]

হরিহর। না।

শিখা। না !···কেয়া, তুমি একেবার ভেতরে যাও ত ভাই, ভয় নেই, তোমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাচ্ছি না। সেখানে তোমার গল্প করবার লোক রয়েছে।

কেয়া। আচ্ছা।

[কেয়া ভিতরে যাইতেই হরিহর দ্রুতপদে গিয়া নিজের বালিশের তলা হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া আনিলেন। তারপর শিখার দিকে উদ্যত করিয়া বলিলেন]

হরিহর। তুমি যাবে তো যাও, নইলে একটি কথা কইলেই আমি তোমাকে গুলী করবো।

শিখা। (হাসিয়া উঠিল) মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান। দিবারাত্রি যে নিজের মরণ কামনা করছে, তাকে আপনি মরণের ভয় দেখাচ্ছেন ?

হরিহর। আমি জানতাম তুমি মরে গেছ। মিথ্যে মৃত্যু সংবাদ দিয়ে তোমার বাবা আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

শিখা। মোটেই না। যে মেয়ে কোন ঠিকানা না রেখে বাপের বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়, বাপ মার চক্ষে সে মৃতা ছাড়া আর কিছুই না।

হরিহর। তুমি যাও, নইলে হত্যা করতে আমার হাত কাঁপে না—এ কথা তুমি জান ?

শিখা। খুব জানি। আর জানি বলেই তো একটু আগে আপনাকে জিগ্যেস করেছিলাম, জীবনে কোন মহাপাপ করেছেন কিনা। কিন্তু এমনি আপনার মনের বল—যে, সেই দুর্ঘটনা হজম করতে আপনার বেশী সময় লাগে নি।

হরিহর। লাগেই নি তো। তার জন্য আমি একটুও লজ্জিত নই।

শিখা। আপনি লজ্জিত নন। কিন্তু কাল সকালে যখন এই সংবাদটি কোলকাতার সমস্ত কাগজে বেরোবে—তখন কিন্তু আপনার লজ্জার সীমা থাকবে না।

হরিহর। শিখা !

শিখা। চোখ রাঙিয়ে আপনি আর আমায় ভয় দেখাতে পারবেন না। আপনার সমস্ত কথা আমি জানি।

হরিহর। তুমি ?

শিখা। হ্যাঁ আমি।

হরিহর। আমার শান্তির সংসারে কেন তুমি আগুন জ্বালাতে এলে ?

শিখা। যেহেতু আমার শান্তির সংসারে আপনি আগুন জ্বালিয়েছেন। কোন অপরাধ সে করেনি আপনার কাছে। করেছিল কোন অপরাধ ?

হরিহর। আমি এমন কোন কাজ করিনি, যার জন্য আমাকে দোষ দেওয়া চলে। তোমার স্বামী বিরাগী হ'য়ে চলে গেছে।

শিখা। সে নিজে ইচ্ছে ক'রে বিবাগী হ'য়ে যায় নি। আপনার অনাচার, আপনার লাম্পট্যই তাকে গৃহত্যাগী করেছে।

হরিহর। শিখা! আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, এমন ভাবে তুমি আমার সঙ্গে কথা কইবে না। তুমি একনিষ্ঠতার বড়াই করছো কার কাছে ? তুমি কেন শ্বশুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে ?

শিখা। বেরিয়ে যাই নি, আমি এখান থেকে ইচ্ছে করেই চলে গিয়েছিলাম। নরক ভেবে এই স্থান আমি ত্যাগ করেছিলাম।

হরিহর। কারণ ?

শিখা। কারণ আপনার লাম্পট্য। যে লম্পটের দুই বাহু পরস্ত্রীর দিকে প্রসারিত হয়, যে বাহু আত্মীয় স্বজন বিচার করে না, সে বাহু যে পুত্রবধূর দিকে প্রসারিত হবে না, সে সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত হতে পারি নি বলেই চলে গিয়েছিলাম।

সোমেন। আপনার সমস্ত মুখে চোখে স্বীকারোক্তি ফুটে উঠেছে। সত্যকে কতক্ষণ চেপে রাখবেন ?

হরিহর। আমার কাজের জন্য আজ কি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

সোমেন। যে কাজের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সুনাম-দুর্নাম জড়িত, তার জন্য আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে বৈকি !

হরিহর। না, কোন কৈফিয়ৎ আমি দেব না। আমি জীবনে এমন কেন কাজ করি নি, যার জন্য আমাকে অনুতপ্ত হতে হবে। (শিখা হাসিয়া উঠিল)

[হরিহর ক্রুদ্ধ নেত্রে কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া পুনরায় বাললেন]

হরিহর। তোমাদের যদি না পোষায়, তোমরা আমার বাড়ী থেকে চলে যেতে পার।

সোমেন। অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই। আপনার চোখ মুখ সমস্ত শরীর বলে দিচ্ছে যে আপনি অপরাধী। আমি আর কী বলবো—আমি আপনার সন্তান, প্রতিশোধ আমি নিতে পারিনা, শুধু একটা অনুরোধ করতে পারি।

হরিহর। বল, কী তোমার অনুরোধ ?

সোমেন। আপনার হাতে রিভলভার রয়েছে, আপনি আত্মহত্যা করুন, আপনি আত্মহত্যা করুন।

[দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল]

হরিহর। কেন আমি আত্মহত্যা করবো ! তোমাদের মত কতকগুলো মূর্খের কথায় আমি ভয় পাব ভেবেছ ? তোমরা বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে (শিখা নিঃশব্দে হাসিতেছিল) হাসছো কেন ?

শিখা। মুখে আপনি বলছেন আমি আত্মহত্যা করবোনা, কিন্তু ভাব দেখে মনে হচ্ছে আজ রাত্রেই আপনি আত্মহত্যা করবেন। কাজেই চীৎকার না করে এখন বিশ্রাম করুন গে।

[নিধিরামের প্রবেশ]

নিধি আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে। একি ! বৌরানী !

শিখা। হ্যাঁ, আমি মরিনি নিধু। তবে আর কিছুদিন এ বাড়ীতে থাকলে, আমাকেও মরতে হতো-সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিধি। কী যে বলো বৌরানী। তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমায় মরতে হবে কেন ?

হরিহর। কার বাড়ী ? কার ঘর ? কে থাকবে আমার বাড়ীতে ? ওকে জোর করে বাড়ী থেকে বার করে দে নিধিরাম। ও আমাদের কেউ নয়। এমনিতে না যেতে চায় গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিবি। বুঝলি ? চৌধুরী বাড়ীর কলঙ্কিনী বৌকে বাড়ীতে স্থান দেবার মত উদারতা আমার নেই।

[হরিহর চলিয়া গেলেন। শিখা সামান্য একটু হাসিয়া বলিল]

শিখা। আদেশ পালন করো নিধিরাম !

নিধি। ছি ছি কী কথা তুমি বলছো বৌরানী ! ও কথা মনে আনলেও আমার পাপ। বাবু না হয় পাগল হয়েছেন, তাই বলে কি আমাকেও পাগল হতে হবে ?

শিখা। বুঝেছি। বুড়ো বয়সে চাকরীটা নিতান্তই খোয়াবে দেখছি !

নিধি। তা যাক্। দেশে' গিয়ে চাষবাস ক'রে খাব। তাই বলে কি

যা নয় তাই করবো? ওরে বাবা! সে আমাকে মেরে ফেললেও হবে না।

শিখা। তাহলে আমি অন্দরে যেতে পারি?

নিধি। চল মা, চল।

[শিখা ও নিধিরাম ভিতরে চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল কেয়া ও লীলা]

লীলা। আমর কথা আপনি রাখবেন না?

কেয়া। রাখবার মত কথা হ'লে নিশ্চয় রাখতাম। কিন্তু সোমেন বাবুকে ছেড়ে চলে যেতে আমি পারবো না। জানি এ অন্যায়, আপনার ওপর অবিচার হচ্ছে, সে কথাও ঠিক। কিন্তু কিছুতেই আমি আমার মনকে বোঝাতে পারছি না।

লীলা। আমি তাহ'লে কী করবো? চলে যাব এ বাড়ী থেকে?

কেয়া। চলে যাবে কেন? দুজনে কি এক সঙ্গে থাকা যায়না? আমরা দুজনেই এক সঙ্গে সোমেন বাবুকে ভালবাসবো।

লীলা। না, তা হয় না। এমনিতেই আর তিনি আমাকে দেখতে পারেন না। আপনাকে বিয়ে করলে আমাকে এবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

কেয়া। কেন তাড়িয়ে দেবেন? কত ব'য়ে পড়েছি, একজন পুরুষ দুজন তিন জন এমন কি চার জন মেয়েকেও বিয়ে করেছে। তারা কি স্বামীকে ভালবাসতো না?

লীলা। কী জানি ভালবাসতো কিনা! কিন্তু আমি এ কথা ভাবতেই পারি না, ভাবতে গেলেই আমার কষ্ট হয়। আমার যা বলবার

ছিল আপনাকে বলেছি, এখন আপনার যা করবার আপনি করুন।

কেয়া। আচ্ছা আমি একটু ভেবে দেখি। সারাজীবন আমি বঞ্চিত, জীবনে বাপ মা ভাই বোন বলে কিছুই নেই। ডক্টর নাগের আশ্রমে আমি প্রতিপালিত। সেখানে স্নেহের নাম-গন্ধও ছিল না। জীবনে এই প্রথম ভালবাসার স্পর্শকে আমি মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছিনে।

লীলা। দেখুন ভেবে।

[লীলা চলিয়া গেল। কেয়া চুপ করিয়া দাড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন সময় প্রবেশ করিল শিখা]

শিখা। তুমি একা যে! লীলা কোথায় ?

কেয়া। আপনাকেই সে দিন ডক্টর নাগের বাড়ীতে দেখেছিলাম না ?

শিখা। বোঝা গেল এখনও তোমার চোখ খারাপ হয় নি।

কেয়া। অমন বাঁকা ক'রে কথা কন কেন ? সোজা ভাষায় উত্তর দিননা!

শিখা। হ্যাঁ আমাকেই দেখেছিলে। লীলা কোথায় ?

কেয়া। এই দিকে কোথায় গেলেন। আচ্ছা ডক্টর নাগ আপনার কে ?

শিখা। বন্ধু।

কেয়া। বন্ধু! সাংঘাতিক লোকের বন্ধু আপনি!

শিখা। সেই জন্যই তো বন্ধুত্ব করা। নাম করলেই লোকে চিনতে পারবে।

কেয়া। তা পারবে। আমার সম্বন্ধে কোন খবর আপনি জানেন ?

শিখা। কী খবর বলো ?

কেয়া। আমাকে ডক্টর নাগ কোথায় পেয়েছিলেন ? আমার কি বাপ মা আছে ?

শিখা। বাপ মা আছে মানে কি ? আমার তো বিশ্বাস ডক্টর নাগই তোমার বাবা।

কেয়া। ডক্টর নাগ আমার বাবা !

শিখা। হ্যাঁ।

কেয়া। তবে কেন আমাকে তিনি অমন ভাবে রেখেছেন ? কেন আমাকে বাড়ীতে রেখে আর পাঁচটা মেয়ের মত পালন করেননি ?

শিখা। তা বলতে পারবো না।

কেয়া। আচ্ছা ওই বাসুকী লোকটা কে জানেন ?

শিখা। জানি। ডক্টর নাগ আর বাসুকী একই লোক।

কেয়া। একই লোক ! আপনি বলছেন কি ?

শিখা। শুধু make upএর তফাৎ। গলার স্বর শুনে বুঝতে পারোনা ? হাসি শুনে বুঝতে পারো না ?

কেয়া। এখন মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক। আপনি আজ আমায় বাঁচালেন।

শিখা। তুমি বসো। আমি দেখি লীলা কোথায় গেল ?

[শিখা চলিয়া গেলে কেয়া আপন মনে বলিল]

কেয়া। ডক্টর নাগ আমার বাবা !

(পিছন হইতে উত্তর আসিল) না, ডক্টর নাগ তোমার বাবা নয়।

[হঠাৎ দেখা গেল দরজার উপর ডক্টর নাগ দাঁড়াইয়া। তিনি স্থির দৃষ্টিতে কেয়ার দিকে চাহিয়া

আছেন। এবং একপা একপা করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কেয়া একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেই ডক্টর নাগ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার পথরোধ করিলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন]

ডাক্তার। কে তোমায় বলেছে ডাক্তার নাগ তোমার বাবা ?

কেয়া। আমি যার কাছে শুনেছি, সে আপনাকে ভাল ভাবেই জানে।

ডাক্তার। সে তোমায় মিথ্যে কথা বলেছে। দ্বিতীয়বার তোমার মুখে একথা যেন আমি না শুনি। যাক্ সে কথা। ভেবেছিলে পালিয়ে আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে ? চলো !

কেয়া। কোথায় ?

ডাক্তার। আমার সঙ্গে ?

কেয়া। যাবোনা। মরে গেলেও আর আমি ফিরে যাবোনা।

ডাক্তার। মিছে কতকগুলো বাক্যব্যয় ক'রে লাভ কী ? যেতে তোমাকে হবেই। অতএব দেরী না করে চলো।

কেয়া। না আমি যাবো না।

ডাক্তার। তুমি যাবে।

কেয়া। না।

ডাক্তার। অবাধ্যতা আমি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারি না, তা তুমি জান ?

কেয়া। জানি। আপনার শাসনই বা আর কতদিন চালাবেন ? আমি আর কত সহ্য করবো ?

ডাক্তার। তোমাকে সহ্য করতে হবে।

কেয়া। আমি পারবো না।

ডাক্তার। কেয়া!

[হঠাৎ শিখা প্রবেশ করিল]

শিখা। যা ভেবেছি তাই। ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনেই বুঝেছি—এ নাগ না হয়েই যায় না।

ডাক্তার। একি বন্ধু!

শিখা। হ্যাঁ। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। তা বন্ধুর কাজই করেছি। এটাকেও রাজদ্বার বলতে পারেন। কেননা এটা হ'ল দেবীপুরের মহামান্য জমীদার রায়বাহাদুর হরিহর চৌধুরীর বাড়ী! (হাসিয়া উঠিল) তা' আপনি এখানে কী মনে করে? কেয়াকে ফিরিয়ে নিতে বুঝি?

ডাক্তার। হ্যাঁ। কিন্তু তুমি হঠাৎ এখানে কেন এলে সে কথা বল!

শিখা। শ্বশুরকে প্রণাম করতে।

ডাক্তার। নিতান্তই মিথ্যে কথা।

শিখা। তবে তাই। যাক সে কথা, কোলকাতায় যাবেন না? চলুন! আমিও যে যাব আপনার সঙ্গে! ও! কেয়া বুঝি যেতে রাজী হচ্ছে না।

কেয়া। না আমি যাবো না?

শিখা। আমি কথা বললেই তুমি চটে ওঠো, কিন্তু তবু একটা কথা বলবো?

কেয়া। বলুন।

শিখা। লীলার ভবিষ্যতকে অন্ধকার ক'রে দিচ্ছো কেন? সোমেনকে, বিয়ে না করলেও তোমার চলবে, কিন্তু ওর পক্ষে সোমেনকে পরিত্যাগ করা কঠিন।

কেয়া। পরের ভবিষ্যৎ ভেবে আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করতে পারি না। আমি তো লীলাকে বলেছি যে আমরা দুজনেই সোমেন বাবুকে ভালবাসবো।

শিখা। সোমেন কাকে ভালবাসবে ?

কেয়া। দুজনকেই।

শিখা। তাই কখনো সম্ভব ? সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের তারতম্য ঘটে, এতো স্বামী।

[হঠাৎ সোমেন সে ঘরে প্রবেশ করিল]

সোমেন। কেয়া ! তুমি আমার চোখের আড়ালে থেকো না—আমি··· একি ! আপনি !

ডাক্তার। Yes—Yes—go on.

[সোমেন চুপ করিয়া রহিল]

শিখা। কেয়াকে তুমি কী যাদু করেছ ঠাকুর পো, ও যে যেতে চাইছে না।

কেয়া। আমি যাবো না।

সোমেন। কেয়া যাবে না।

ডাক্তার। কিন্তু আমি কেয়াকে নিয়ে যাবো।

সোমেন। নিয়ে যাবেনই ! আচ্ছা আপনারা একটু বসুন—আমি আসছি—আমি এখুনি আসছি।

[দ্রুতপদে চলিয়া গেল, তাহার পিছনে পিছনে শিখাও চলিয়া গেল]

ডাক্তার। চলো !

কেয়া। না আমি যাবো না।

[ডাক্তার দৃঢ় মুষ্টিতে কেয়ার বাহু চাপিয়া ধরিলেন]

ডাক্তার। তোমাকে যেতে হবে।

কেয়া। আমি যাবো না। আপনার শাসন আর আমি মানবো না। মানুষের মন কি আপনার হুকুমের চাকর, যে আপনার কথায় সে উঠবে বসবে? অনেক সহ্য করেছি আপনার অত্যাচার— আর সহ্য করবো না। লজ্জা করে না আপনার? নিজের মেয়েকে এইভাবে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ক'রে নির্য্যাতন করতে!

ডাক্তার। আবার বলছি আমি তোমার বাবা নই!

কেয়া। তবে বলুন, কে আমার বাবা? প্রকাশ করুন আমার জন্ম রহস্য! সংসারের কাছে আমাকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে দিন।

ডাক্তার। তোমার বাবা—তোমার বাবা—না—না সে কথা আমি উচ্চারণ করতে পারবো না। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

[হঠাৎ হরিহর প্রবেশ করিলেন]

হরিহর। না না আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিই নি। বরং সেই চেয়েছিল—এই যে তুমিও এসে পড়েছ বন্ধু! যাক্—আসতে তাহ'লে আর কারুরই বাকী রইলো না। শুধু একজন—

ডাক্তার। সে আর আসবে না।

হরিহর। আসবে না—না? কিন্তু এই কথাটা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনে বন্ধু, যে আজকে আমাকে অপদস্থ করবার এত বড় আয়োজনের মধ্যে সেই বা না থাকবে কেন? অবিচার তো সেখানেও আমি কম করিনি!

[শিখা ও লীলা প্রবেশ করিল]

এই যে এস এস। সোমেন কই সোমেন? তাকে ডাক! আজকে ডাক্তার নাগ তোমাদের এক আশ্চর্য্য কাহিনী শোনাবেন। সে কাহিনী ছলনায় তিক্ত আর অশ্রুতে মধুর। আচ্ছা তুমি ততক্ষণ গল্প বলো বন্ধু, আমি আসছি। আমি না এলে তুমি যেওনা—বুঝেছ?

ডাক্তার। আচ্ছা।

[হরিহর চলিয়া যাইতে লাগিলেন]

শিখা। বাবা!

হরিহর। কে! (ফিরিয়া চাহিয়া) কোথাকার অসভ্য মেয়ে! পিছু ডাকলে! যাচ্ছি একটা ভাল কাজ করতে—পিছু ডেকে বসলে! চুপ, চুপ, কেউ কোন শব্দ কোরো না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক। (নিম্নকণ্ঠে) আর যদি পার, তবে মনে মনে চেষ্টা করো আমাকে ক্ষমা করতে। বিষবৃক্ষে একটি ফল ধরেছিল ডাক্তার, সেই ফলকে তুমি জীইয়ে রেখেছিলে—আমায় খাওয়াবে বলে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

[হরিহর চলিয়া গেল]

[শিখা লীলাকে ধরিয়া সম্মুখের দিকে লইয়া আসিল। কেয়া সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিল]

শিখা। এর দিকে চেয়ে দেখ কেয়া। এর দুর্ভাগ্যের আজ তুলনা হয় না। স্বামী নিয়ে ও সুখে সংসার পেতেছে—ওকে তুমি বঞ্চিত কোরো না।

কেয়া। আমি তো ওকে বঞ্চিত করিনি। ওর জীবনের সুখ দুঃখ আমি ভাগ ক'রে নিতে চেয়েছিলাম—

শিখা। ওকে দয়া করো। ওকে দয়া করো। বাংলা দেশের বড় ঘরের বউ, মাথা নীচু ক'রেই ও জন্মেছে। ওর সেই নীচু মাথা আরও নীচু ক'রে দিও না। তুমি ওকে দয়া করো।

[হঠাৎ গুড়ুম করিয়া ভিতর হইতে শব্দ হইল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিধিরাম আসিল]

নিধিরাম। বৌরাণী! শীগ্‌গির এস, বড়বাবু নিজের বুকে নিজেই গুলী মেরেছেন! (চলিয়া গেল)

শিখা। সেকি! ডাক্তার!

ডাক্তার। দিলে না বন্ধু, প্রতিশোধ নিতে দিলে না। বিষবৃক্ষে একটি ফল ধরেছিল; গাছই যদি গেল, তবে সে ফল রেখেই বা লাভ কী? (রিভলভার বাহির করিয়া) তোমাকে হত্যা করতে আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না কেয়া, কিন্তু আজ প্রয়োজন হয়েছে সে কাজ করবার। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো—বারে বারে যেন এই ব্যর্থ জীবনের ভার ব'য়ে তোমায় পৃথিবীতে না আসতে হয়।

* শিখা। ডাক্তার! বন্ধু!

ডাক্তার। এই চোখের দিকে চেয়ে ত্যাখ বন্ধু, এম্নি কালো, এম্নি উজ্জ্বল এম্নি মোহমাখা ছিল ওর মায়ের দুটি চোখ। তাতেও এম্নি আবেদন ফুটে উঠ্‌ত। সেই মায়ের আবেদন জেনেই এই মেয়েকে পালন করবার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম, স্বীকার করেছিলাম ওকে পুরুষ-বিদ্বেষী করে তুলব।

শিখা। তারপর?

কেয়া। আমাকে আমার মায়ের কথা বলুন।

শিখা। বলুন, তারপর ?

ডাক্তার। তারপর একদিন, একদিন এক বর্ষণমুখর নিশীথরাতে ছ'মাসের শিশু ওই কেয়াকে বুকে নিয়ে সে এসে দাঁড়াল আমার সাম্নে······

শিখা। আপনি তাড়িয়ে দিলেন সেই অভাগীকে !

ডাক্তার। নিজে সে আশ্রয় চাইলে না। শুধু দুটি কথায় আমার মার্জ্জনা ভিক্ষা করলে। তার সজল চোখে প্রকাশ পেল এক করুণ আবেদন।

শিখা। বলুন, বলুন তারপর ?

ডাক্তার। সে আবেদন আমি অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। কেয়াকে আমি গ্রহণ করলাম, প্রতিশ্রুতি ছিলাম ওকে প্রচণ্ড পুরুষ বিদ্বেষী করে তুলব, ওকে দিয়ে ওর জন্মদাতার ওপর প্রতিশোধ নেয়াব। ভগবান বলে কেউ যদি থাকেন, তিনি সে সময়ে খুব হয়ত হেসেছিলেন, নইলে why this irony of fate ? সেই কেয়া বড় হোলো, সেই কেয়ার অন্তরে হলো প্রেমের সঞ্চার······

শিখা। ব্যর্থতা ছাড়া যে প্রেমের আর কোন পরিণতিই রইল না।

ডাক্তার। অথচ মূর্খের মত সেই প্রেমকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবার জন্য আমি হৃদয়কে পাষাণ করলাম, ধ্যান করে করে আমার অন্তরে বাসুকীকে জাগালাম। স্বীকার করেছিলাম ওর মনে স্নেহ মমতা প্রেম প্রীতি কিছুই জাগতে দেব না, ওকে এমন করে গড়ে তুলব যাতে ওর জন্মের জন্যে জন্মদাতার ওপর ও প্রতিশোধ নেয়।

শিখা। তাহ'লে হাতের ওই পিস্তল কেয়ার হাতে দিন, কেয়া আপনাকে গুলি করে প্রতিশোধ নিক।

ডাক্তার। যেমন তোমাকে দিলে না, আমাকে দিলে না, তেমনি কেয়াকেও হরিহর চৌধুরী প্রতিশোধ নিতে দিলে না।

শিখা। হরিহর চৌধুরী···

ডাক্তার। কেয়ার জন্মদাতা!

কেয়া। আমার বাবা!

ডাক্তার। সম্পদের লোভ দেখিয়ে সে একদিন কেড়ে নিয়েছিল আমার মীনাকে। জমিদারের মোহ দুদিনেই কেটে গেল, সন্তান-সম্ভাবিতা কেয়ার মাকে দিল সে তাড়িয়ে—লজ্জায়, গ্লানিতে, অনুতাপে অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে সে কোথায় যে আত্মগোপন করেছিল জানি না। তাই জাগলো বাসুকী।

শিখা। বাসুকী আপনার বিকৃত মনের কুৎসিত প্রকাশ।

ডাক্তার। জানি বন্ধু, জানি। সেই বাসুকী জেগেছে, আমার হৃদয় দুয়ারে অবিরাম আঘাত করে করে সে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করছে। তারই ইচ্ছায় হাতে আমি পিস্তল তুলে নিয়েছি, তারই নির্দ্দেশে মীনা হরিহরের সকল স্মৃতি লোপ করে দিতে চাইছে।

শিখা। ডক্টর নাগ, বন্ধু......

ডাক্তার। আমার হাতখানা চেপে ধর বন্ধু; না হয় পিস্তলটা কেড়ে নাও।

কেয়া। পিস্তল যদি ত্যাগ করলেন তাহলে বলুন আমি কি করব? আমার অতীত, পরিচয়ের অযোগ্য, বর্ত্তমান হয়ে রইল কলুষে নিষ্ফল। কোন্ সম্বল নিয়ে আমি বেঁচে থাকব?

ডাক্তার। সর্ব্বসহা বন্ধু আমার! তুমি ওকে আশ্রয় দাও, ওকে নিয়ে

এখান থেকে পালিয়ে যাও, বাসুকী বেরিয়ে আসচে—আ—আ—আ!

[বিকৃত মুখে বিকট আর্ত্তনাদ করিল, মঞ্চ অন্ধকার হইল। loud music.

শিখা। বন্ধু! স্থির হও বন্ধু! শান্ত হও!

কেয়া। আমি আপনাকে ক্ষমা করেছি ডক্টর নাগ, ডক্টর নাগ!

[সকল শব্দ ছাপাইয়া বাসুকীর গর্জ্জন। মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হইল। দেখা গেল সকলে বাসুকীর মৃতদেহ ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শুধু কেয়ার কোলে রহিয়াছে বাসুকীর মাথা, কেয়ার চক্ষু সজল]

শিখা। চেয়ে ছাখ ঠাকুর পো, কেয়ার ভিতর থেকে নারীর চিরন্তনী মাতৃমূর্ত্তি বেরিয়ে পড়েছে। চিরকাল নারী অত্যাচারীকে এইভাবে ক্ষমা করেছে, চিরকাল উপদ্রব সয়েও এম্নি করে সে প্রকাশ করেছে সর্ব্বজনের মঙ্গল-কামনা। জয় হোক্ সেই চিরন্তনীর.........

[সকলে মাথা নীচু করিল। নাটকের শেষ যবনিকা নামিয়া আসিল]

—শেষ—

[১০৮ পাতায় শিখার নামের পাশে তারকা চিহ্নের পর নিম্নোক্ত অংশটুকু আমার মূল নাটকে ছিল। যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা এই ভাবেও নাটকটি অভিনয় করিতে পারেন]

[ডাক্তার কোন কথা না বলিয়া কেয়ার বুকে পিস্তল মারিলেন। কেয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোমেন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে লইয়া প্রবেশ করিল।]

সোমেন। ইনস্পেক্টর, এই সেই ক্রিমিন্যাল—একি ! কেয়া !

কেয়া। বিদায়, পায়ের ধুলো দাও ! (হাত বাড়াইল)

ইনস্পেক্টর। কে একে গুলী করেছে ?

ডাক্তার। আমি।

ইনস্পক্টর। বুঝেছি। তোমার কোন Statement দেবার আছে মা ?

কেয়া। হ্যাঁ। দয়া ক'রে এই কথাটা কালকে পৃথিবীর কাছে জানিয়ে দেবেন, যে আমি বিনা নিমন্ত্রণে পৃথিবীতে আসিনি। আমার বাবার নাম—

[ডাক্তার মুহূর্ত্ত মধ্যে ডান পা খানি তাহার মুখের উপর রাখিয়া চাপ দিল, কেয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। ডাক্তার পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন, তারপর ইনস্পেক্টরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—

ডাক্তার। Hallo Inspector, Do you want to have. one Cigerette ?

[ইনস্পেক্টর সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলেন ডাক্তারের মুখে একটি বাঁকা হাসির রেখা……

—এক—

নন্দ-নন্দন বৃন্দাবন ধন
রাধিকা রমণ নাচে
রাতুল-কোমল-কমল চরণে
নূপুর মধুর বাজে।
রুণু রুণু রুণু-রুণু ঝুণু-রবে নুপুর মধুর বাজে ॥
(শ্যাম পায়ে নুপুর মধুর বাজে
শ্যাম সুন্দর পায়ে মধুর বাজে
তার রাতুল চরণে কনক নুপুর মধুর মধুর মধুর বাজে)
(সখিগো) শত শত গোরী নবীন কিশোরী
বিজুরী জিনিয়া রূপে—
ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিছে ফিরিয়া
মোহন রসিক ভূপে।
এক সে নাগর শতেক-নাগরী
তাম্বুল কর্পূর হাতে
জ্যোৎস্না নিশীথে মধুর হাসিতে
নাচিছে শ্যামের সাথে
তারা নাচিছে শ্যামের সাথে।
কিশোর কিশোরী হাতে হাত ধরি
তনুতে আঁকড়ি তনু
তারা নীপ-তরুমূলে লোক-লাজ ভুলে
গোকুল চান্দেরে যাচে।

—কেয়ার গান—

—দুই—

ঝুলন পূর্ণিমা রাতে জেগেছো কি
দেবতা গো ঝুলনে মাতি
(হে চঞ্চল গিরিধারী)
আবাহন মম গেছে কি কাণে
জেগেছো কি পাষাণ আমারি গানে
যদি জেগে থাক বেণুরবে ডাক
নূপুরের নিক্কণে ঝুলন সাথী
(হে চঞ্চল গিরিধারী

—কেয়ার গান—

—তিন—

জীবন আমার মলয় হাওয়া

অজানা কোন্ এক গান

ভুলের কাঁটা ফুলেরি পাশে

মরে বাঁচা শুধু প্রাণ

অজানা কোন্ এক গান।

যে ছিল আমার মরমী মিতা

রচিল সে নিজে আমারি চিতা

তারি ভাষা তারি সুর নিয়ে আমি

কণ্ঠে রচেছি গান।

—শিখার গান—

—চার—

নিরানন্দ এ হৃদি-বৃন্দাবনে

এস এস নন্দ কিশোর

(এস এস কৃষ্ণ মুরারী)

আনন্দ-মঞ্জীর বাজায়ে পায়ে

নাচো চঞ্চল পুলক বিভোর।

আপনারি সুখ দুখ ভার

বহিতে পারিনা আমি আর

এস এস গিরিধারী কর হে ধারণ

এ পাষাণ গিরি-ভার মোর।

জটিল-কুটিল পথচারী

কাঁদে প্রেম তব অভিসারী

ডাকো তারে সঙ্কেত-বাঁশীর তানে

ঘুচাও বিরহ আঁখি লোর।

—শিখার গান—